রাধিকা মাথা তুলিয়া বলিল, "কোন্‌খানটায় আবার কি? হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সকল বিষয়েই। জ্ঞানে বিজ্ঞানে সাধনায়—"

বাধা দিয়া নরেন সহাস্যে বলিল, "জ্ঞানের মধ্যে তো ঘটত্ব পটত্ব জ্ঞান; আর বিজ্ঞানের মধ্যে 'প্রতিপদে অর্থহানি কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে,' এবং হাঁচি-টিকটিকী-বাধা। তারপর সাধনা—"

অনুকূল বলিল, "সাধনার প্রণালী হিন্দুধর্ম্মে যেমন সুন্দর, এমন আর কোন ধর্ম্মেই নাই। একের মধ্যে বহু, বহুর মধ্যে একের আরোপ, এ কেবল হিন্দুশাস্ত্রকারেরাই কত্তে পেরেছেন।"

নরেন বলিল, "তাই যত নোড়া নুড়ী পাথর সব, ঈশ্বরকে চাপা দিয়ে এক এক ঈশ্বরের অবতার হ'য়ে বসে আছেন।"

অনুকূল বলিল, "কিন্তু এই নোড়া নুড়ীর মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশ দেখা, জড়ের মধ্যে চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করা, সহজ জ্ঞানের কর্ম্ম নয়। একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রকারেরাই এই জ্ঞানের অধিকারী হ'য়েছিলেন।"

নরেন বলিল, "এবং আমরা শুধু সেই গর্ব্বটুকু নিয়ে এমনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি যে, সমগ্র জগতের উন্নতি-অবনতির ইতিহাসটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষার দৃষ্টিতে উড়িয়ে দিচ্চি। আর যাঁরা জড়ের মধ্যেও ঈশ্বরের সত্তা অনুভব ক'রে গিয়েছেন, তাঁদেরই শাস্ত্র নিয়ে আমরা চেতনকেও ঘৃণার সঙ্গে ঠেলে দিতে ইতস্ততঃ করি না।"

অনুকূল বলিল, "তার মানে জাতিভেদ। কিন্তু কর্ম্মভেদে জাতিভেদ স্বাভাবিক। জাতিভেদটা কোন্ ধর্ম্মে নাই শুনি? এমন যে উদার খৃষ্টান ধর্ম্ম, তার মধ্যেও কি জাতিভেদ নাই? একজন লর্ড কি কোন চামারের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে খেতে পারে?"

নরেন বলিল, "এক টেবিলে ব'সে না খেলেও ধর্ম্মে তাকে স্বতন্ত্র

স্নান করে না, ছুঁলে স্নান কত্তে যায় না। আবার সেই চামার যদি কোন দিন লর্ড হ'তে পারে, তবে তার সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে খেতে কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু তোমার উদার হিন্দুধর্ম্মে চণ্ডাল যে, সে চিরকাল চণ্ডালই থাকবে, তা সে যতই ভাল কাজ করুক না। ব্রাহ্মণ যতই নীচ কাজ করুক না সে ব্রাহ্মণ; চণ্ডালের অন্নে জীবিকা-নির্ব্বাহ করলেও সে আপনার ব্রাহ্মণত্বের প্রভুত্বটুকু ছাড়বে না।"

অনুকূল বলিল, "তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তা হ'লে চৈতন্য-দেব যবন হরিদাসকে কোল দিলেন কিরূপে?"

নরেন হাসিয়া বলিল, "তোমার হিন্দুধর্ম্ম তাকে কোল দেয় নি অনুকূলদা, সে চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। তোমার উদার হিন্দুধর্ম্ম সে ধর্ম্মটাকেও একপাশে ঠেলে রেখেছে।"

অনুকূল বলিল, "তুমি বুঝতে পাচ্চো না, আচারটাই হচ্চে হিন্দু-ধর্ম্মের মুল লক্ষ্য। যার যেমন আচার, হিন্দুসমাজ তাকে তেমন স্থান দিয়েছে।"

মাথা নাড়িয়া নরেন বলিল, "পথে এস দাদা, তা হ'লে শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছুই নয়, আচারই হচ্চে হিন্দুর আসল ধর্ম্ম। সে আচারও আবার কত রকম, কুলাচার, দেশাচার, ইস্তক স্ত্রী-আচার পর্য্যন্ত। হিন্দু এখন বেদ, শাস্ত্র সব ছেড়ে শুধু আচারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরেই আপনাদের ধর্ম্মটাকে আবদ্ধ ক'রে ফেলেছে।"

রাগতভাবে অনুকূল বলিল, "তাই করেছে ব'লেই হিন্দুধর্ম্ম এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।"

হাসিতে হাসিতে নরেন বলিল, "মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নাই অনুকূলদা, মাথা গুঁজে কোন-রকমে আপনার অস্তিত্বটুকু বজায় রেখেছে।"

ক্রুদ্ধস্বরে অনুকূল বলিল, "যেখানে তোমাদের মত শত শত অনাচারী হিন্দুধর্ম্মের সে অস্তিত্বটুকুও লোপ করবার জন্য তার উপর প্রাণপণে আঘাত কচ্চে, সেখানে এইটুকু বজায় রাখাই কি তার পক্ষে যথেষ্ট নয়?"

নরেন হাসিয়া উত্তর করিল, "এবার আমার হার হ'য়েছে অনুকূলদা।" সকলে উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল। নরেন গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"এবার হ'য়েছি হিন্দু করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজি হে।"

রমেশ উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—

"মুর্গী খাই না কেননা পাই না মটন-চপে কাজ সারি হে।"

আবার একটা উচ্চ হাস্যধ্বনিতে ছাদটা ভরিয়া উঠিতেই অনুকূল রোষ-গম্ভীর দৃষ্টিতে রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া বিরক্তিপূর্ণ-স্বরে বলিল, "দেখ রমেশ, ধর্ম্মের সঙ্গে রহস্য ভাল লাগে না। আর ধর্ম্ম নিয়ে রহস্য করাও খুব বাহাদুরি নয়।"

অনুকূলের এ তিরস্কারে নরেন ছাড়া আর সকলেই মাথা নীচু করিল। অনুকূল তখন নরেনের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আজকাল কথায়-বার্ত্তায়, গল্পে-উপন্যাসে, গদ্যে-পদ্যে ধর্ম্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করাই যেন খুব একটা বাহাদুরি হ'য়ে পড়েছে। এটাও আমাদের জাতীয় অবনতির একটা প্রধান লক্ষণ। দেখ, কোন খৃষ্টানই তার ধর্ম্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করে না, কোন মুসলমান ইসলামধর্ম্মের নিন্দা পরের মুখেও সহ্য কত্তে পারে না। কিন্তু আমাদের এতই অধঃপতন হ'য়েছে যে, আমরা স্বচ্ছন্দে হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের ধর্ম্ম নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কত্তে পারি।"

নরেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "তার কারণ হচ্চে, ধর্ম্মের উপর আমাদের

আন্তরিকতার অভাব। আমাদের মধ্যে যাঁরা ধর্ম্মটাকে খুব মেনে চলেন, তাঁরাও সুবিধা অসুবিধার দোহাই দিয়ে ধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম কত্তে ইতস্ততঃ করেন না। রাগ ক'রো না অনুকূলদা, হিন্দুধর্ম্মটাকে খুব বড় ব'লে প্রচার করলেও তুমি সে ধর্ম্মের কয়টা নিয়ম মেনে চল বল দেখি?"

জোরে মাথা নাড়িয়া অনুকূল বলিল, "সেটা আমারই দোষ, সেজন্য ধর্ম্মটা দূষিত হ'তে পারে না। ধর্ম্ম যে উঁচু জিনিষ, ঠিক তাই আছে, এবং চিরকাল তাই থাকবে।"

নরেনও মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "এবং 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং' ব'লে উপদেষ্টারাও নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে। তা সে থাকা-থাকিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। তবে সে অবস্থায় ধর্ম্মটা নেহাৎ শূন্যগর্ভ হ'য়ে পড়বে কি না এইটাই ভয় হয়।"

অনুকূল ইহার উত্তরে কি বলিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। এমন সময় রাধিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "উঠলে যে?"

রাধিকা বলিল, "ধর্ম্ম থাক্ বা যাক্ তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু পড়ানটা বজায় রাখা চাই-ই। পাঁচটা বাজে।"

পাঁচটা বাজে শুনিয়া নরেনের যেন চমক হইল। তাহার মনে পড়িল, পাঁচটার সময় ভূপেনদের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিল। সে চলিয়া যাওয়ায় অনুকূলের তর্কের স্রোতে ভাটা পড়িল। তাহার পরেও সে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিল, কিন্তু সভা আর জমিল না। অগত্যা সে উঠিয়া কলেজস্কোয়ারে হাওয়া খাইতে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ললিতা বলিল, "আপনার কিন্তু দশ মিনিট লেট নরেনবাবু, কেমন ভূপিদা ?"

সহাস্যে নরেন বলিল, "এ বিষয়ে ঘড়ীটাই যখন প্রধান সাক্ষী, তখন ভূপিদার সাক্ষ্য সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।"

ললিতা বলিল, "কিন্তু আপনার এই লেটের জন্য কৈফিয়ৎ দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন মনে করবেন না।"

চেয়ারটা টানিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িয়া নরেন বলিল, "তার কৈফিয়ৎ এই যে, সাহেবদের অনুকরণ করলেও আমরা এখনও এতটা পুরা সাহেব হ'তে পারি নাই যে, মিনিট সেকেণ্ড হিসাব ক'রে চল্‌তে পারি।"

ভূপেন হাতের বইখানা মুড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "কিন্তু চল্‌বার চেষ্টা করা বিশেষ দরকার নয় কি ?"

নরেন বলিল, "একটুও না। তার কারণ, আপিসের ছুটীর সঙ্গেই যাদের কাজের সমাপ্তি, এবং তারপর গল্প আর তাস-পাশাই প্রধান কাজ হ'য়ে দাঁড়ায়, তাদের মিনিট সেকেণ্ড হিসাব ক'রে চল্‌বার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।"

ভূপেন বলিল, "যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এতে কাজের কত ক্ষতি হয় তা জান? মনে কর, তোমার ন'টার সময় সাক্ষাৎ কত্তে আস্‌বার কথা, কিন্তু এলে সাড়ে ন'টায়। আমার হয় তো সওয়া ন'টার সময় এমন কাজ ছিল—"

বাধা দিয়া নরেন হাত জড় করিয়া সহাস্যে বলিল, "রক্ষা কর ভূপিদা, তোমার নবেল পড়া বা হাওয়া খাওয়া কাজের কাছে আমি হার মেনে নিচ্চি। কারণ এইমাত্র অনুকূলদার সঙ্গে ধর্ম্ম নিয়ে তর্ক ক'রে আস্‌ছি, এখন আবার সময় নিয়ে তর্ক করবার শক্তি আমার নাই।"

অতঃপর সে ললিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন আপনি বোধ হয় এক কাপ চা দিয়ে অতিথি-সৎকাররূপ পুণ্য সঞ্চয় করবেন।"

ঈষৎ হাসিয়া ললিতা বলিল, "পুণ্য সঞ্চয়ের দিকে আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে; আর ১৫ মিনিট পরেই আমি স্বেচ্ছায় সে পুণ্য সঞ্চয় করবো, দেখে নেবেন।"

একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া নরেন বলিল, "আপনাদের ঘড়ীতে কি সাড়ে পাঁচটায় পাঁচটা বাজে?"

হাসি চাপিয়া ললিতা বলিল, "সব সময়ে নয়, যখন কাউকে লেটের দণ্ড দেওয়া দরকার হয় তখন।"

নরেন বলিল, "দশ মিনিট লেটের দণ্ড বুঝি বিশ মিনিট?"

ললিতা বলিল, "ঠিক তাই। কারণ সাড়ে পাঁচটার সময় চম্পটী সাহেবের চায়ের টেবিলে যোগ দেবার কথা আছে।"

বিস্ময়ের সহিত নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "চম্পটী সাহেব? তিনি হন কে?"

ভূপেন বলিল, "মিষ্টার এ, সি, চম্পটী, বার-এ্যাট-ল।"

নরেন বলিল, "বাঙ্গালায় বল দাদা, এ, সি—অমরচন্দ্র, অপূর্ব্ব চন্দ্র-

ভূপেন বলিল "না না, অবিনাশচন্দ্র চম্পটী। তাঁকে চেন না?"

হাতে হাত চাপড়াইয়া নরেন বলিল, "দস্তুরমত চিনি। গোবর্দ্ধন

চম্পটীর ছেলে অবিনেশ? সে তো বি এ ফেল্ হ'য়ে ঘুরে বেড়াত। সাহেব হ'লো কবে?"

ভূপেন বলিল, "সম্প্রতি বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে।"

নরেন বলিল, "বাপ অনেক জমিদারের ছেলেকে ফেল্ ক'রে কিছু টাকা করেছে কি না।"

ললিতা বলিল, "এখন আর তাঁকে অবিনাশ বাবু বল্‌বার যো নাই, মিষ্টার চম্পটী বা চম্পটী সাহেব না বল্‌লে রাগ করেন।"

নরেন বলিল, "বাঙ্গালী সাহেবদের ঐ একটা প্রধান গুণ, আসল নামের উপর একেবারে হাড়ে-চটা। ওঁদের সর্ব্বদাই ভয় যে, নামের ভিতর দিয়ে পাছে বাঙ্গালীত্বটা জাহির হ'য়ে পড়ে।"

বলিয়া নরেন হাসিয়া উঠিল। ললিতাও সে হাসিতে যোগ দিল। ভূপেন গম্ভীরভাবে বলিল, "কোন লোকের অসাক্ষাতে তার নিন্দা করা কখনই ভদ্রতার অনুমোদিত নয়।"

ঘড়ীতে ঢং করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা বাজিল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিল। ললিতা বলিল, "ঐ সাহেব আস্‌চেন।"

বলিয়া সে হাসি চাপিবার জন্য মুখে আঁচল চাপা দিল। কিন্তু ভূপেন তাহার দিকে তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই সে তাড়াতাড়ি মুখের কাপড় খুলিয়া আগন্তুকের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

চম্পটী সাহেব ঘরের দরজায় আসিয়াই মাথার টুপীটা খুলিয়া হাতে লইলেন, এবং ললিতার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক 'গুড্‌ইভ্‌নিং,' করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভূপেন উঠিয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন-পূর্ব্বক তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি ভূপেনকে

ধন্যবাদ দিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, এবং ললিতার দিকে হাস্য-প্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমার জন্য বোধ হয় আপনাদের একটুও ট্রাবল্ (অসুবিধা) ভোগ কত্তে হয় নি !"

ললিতা বলিল, "কিছুমাত্র না। আপনি ঠিক সাড়ে পাঁচটায় উপস্থিত হ'য়েছেন।"

ঈষৎ গর্ব্বের হাসি হাসিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "হাঁ, ইংল্যাণ্ডে থাক্‌বার সময়ে এ-বিষয়ে 'হ্যাবিচুয়েট' (অভ্যস্ত) হ'তে হয়েছে। সে দেশের লোকেরা 'টাইম্'-সম্বন্ধে এমনি 'কেয়ারফুল' (সাবধান) যে, একটী সেকেণ্ডকেও তারা 'ভ্যালুএবল্' (মূল্যবান্) জ্ঞান করে। বোধ হয় শুনে থাক্‌বেন, এ দেশের কোন 'জেণ্টল্‌ম্যান' (ভদ্রলোক) গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে 'ইণ্টারভিউ' (সাক্ষাৎকার) কত্তে গিয়ে তিন মিনিট 'লেট্' হ'য়েছিলেন। তাতে গ্লাডষ্টোন তাঁকে ব'লেছিলেন, 'আপনি আর তিন মিনিট পূর্ব্বে এলে আপনার সঙ্গে আরও তিন মিনিট আলাপ ক'রে সুখী হ'তাম।' বাস্তবিক টাইমের অপব্যবহার আমিও 'লাইক্' (পছন্দ) করি না।"

ললিতা মৃদু হাস্য দ্বারা তাঁহার উক্তির সমর্থন করিয়া চায়ের উদ্যোগ করিতে প্রস্থান করিল। নরেন এতক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চম্পটী সাহেবের কোট-কলার-নেক্‌টাই-শোভিত সাহেবী সজ্জা নিরীক্ষণ করিতেছিল, এবং অবিনাশ চম্পটী যে কিরূপে এত শীঘ্র এমন পূরাদস্তুর সাহেব হইয়া পড়িল তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্য অনুভব করিতেছিল। ভূপেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চম্পটী সাহেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "মিষ্টার চম্পটী, এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ নাই। ইনি আমার বন্ধু নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি। ফোর্থ ইয়ারে পড়চেন।"

চম্পটী সাহেব সাদরে নরেনের করমর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত পরিচিত হওয়ায় যে বিশেষ সুখী হইয়াছেন ইহাই জ্ঞাপন করিলেন। নরেনও শিষ্টাচারের সহিত তাঁহার ভদ্রতার প্রতিদান করিতে ক্রটী করিল না।

ভৃত্য গরম জল ও চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। ললিতা আসিয়া স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া সকলকে পরিবেশন করিল। চা খাইতে খাইতে চম্পটী সাহেব ভূপেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি বল্‌ছি ভূপেন, তুমি একবার বিলাত যাও। বেশী দূর না হয়, অন্ততঃ একবার ইংল্যাণ্ডটা ঘুরে এস। নতুবা তোমার জ্ঞানের বা সভ্যতার অর্দ্ধেকটা অপূর্ণ থেকে যাবে।"

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, চম্পটী সাহেবের বক্তব্যের অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইতেছিল। আমরা তাহাকে সম্পূর্ণ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলাম।

চম্পটী সাহেবের কথার উত্তরে ভূপেন মৃদু হাসিল মাত্র। কিন্তু নরেন যেন একটু অসহিষ্ণুভাবে উত্তর করিল, "তা হ'লে কি আপনি বল্‌তে চান যে, এদেশটা জ্ঞানে বা সভ্যতায় বিলাত অপেক্ষা হীন?"

— ঈষৎ হাসিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "আপনার যদি কখন বিলাত দেখ্‌বার সুযোগ হ'তো, তা হ'লে আপনি নিশ্চয়ই এমন অসম্ভব প্রশ্ন কত্তে পারতেন না। সে দেশের সঙ্গে তুলনায় ইণ্ডিয়াকে আফ্রিকার আদিম নিবাসীদের সঙ্গে তুলনা করলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।"

ঈষৎ রুষ্টস্বরে নরেন বলিল, "অথচ ইয়ুরোপীয় সভ্যতার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ জ্ঞানে, গৌরবে, সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।"

চম্পটী সাহেব হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার যদি ইংলিস্ হিষ্ট্রী ভাল রকম পড়া থাক্‌তো, তা হ'লে কখনই এরূপ অলীক গর্ব্ব প্রকাশ কত্তে সাহসী হ'তেন না। এদেশের জ্ঞানের প্রধান নিদর্শন যে বেদ, তাকে তো ভাল ভাল ইংরাজ 'চাষার গান' ব'লে উপেক্ষা করেন।"

নরেন বলিল, "তাঁরা আমাদের মানুষ ব'লেও অস্বীকার কত্তে পারেন। কিন্তু তাঁরা অস্বীকার করলেই তো বাস্তবিক আমরা বন্য পশু হ'তে যাব না; আমরা যে মানুষ সেই মানুষই থাক্‌বো।"

শ্লেষের মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে চম্পটী সাহেব বলিলেন, "মানুষ! মাপ করবেন নরেন বাবু, বাস্তবিক মানুষ তো আমি এদেশে দেখ্‌তে পাই না।"

তীব্রকণ্ঠে নরেন বলিল, "সেটা আপনার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা জানি না। নতুবা ব্যাস-বাল্মীকির কবিত্ব-ঝঙ্কারে পূর্ণ, গোতম, কণাদ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানের গরিমায় বিমণ্ডিত, প্রেমাবতার চৈতন্য-দেবের স্বর্গীয় প্রেমে পবিত্র এই দেশে মানুষ দেখ্‌তে পান না, আর মানুষ দেখেছেন শুধু ঐহিক-সর্ব্বস্ব ভোগ-বিলাসের লীলাক্ষেত্র যে দেশ সেই দেশে।"

ক্রোধের উত্তেজনায় নরেনের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। তাহার সেই আরক্ত মুখের উপর উপহাসপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "দুঃখের বিষয়, আপনার দেশের সর্ব্বপ্রধান কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য যে মহাভারত তা শুধু কুরু-পাণ্ডবদিগের কেচ্ছায় পরিপূর্ণ।"

উত্তেজিত কণ্ঠে নরেন বলিল, "এটা বোধ হয় আপনার শোনা কথা। নিজে মহাভারত পড়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন ব'লে বোধ হয় না।"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "এমন কেচ্ছাপূর্ণ কাব্য পড়বার সুযোগ যে আমার কখন হবে এমন আশাও আমি করি না, এবং সে সুযোগ না পাওয়ার জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই।"

ললিতা বলিল, "সেদিন একখানা মাসিকে পড়ছিলাম, মহাভারতের ন্যায় নীতিপূর্ণ গ্রন্থ পৃথিবীতে আর নাই।"

ঈষৎ হাসিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "সেটা বোধ হয় বেঙ্গলী ম্যাগাজিন, এবং তার লেখক নরেন বাবুরই মত একজন স্বদেশভক্ত।"

গম্ভীরভাবে ললিতা বলিল, "না, সেখানা ইংরাজী মাসিক পত্র, এবং লেখক একজন ইংরাজ।"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "তা হ'লে লেখক যে নিজে মহাভারত কখন চক্ষে দেখেন নাই, কোন বাঙ্গালীর কাছে মহাভারতের প্রশংসাপূর্ণ গল্পমাত্র শুনেছেন একথা আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি।"

বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া ললিতা বলিল, "কিন্তু আপনার এই অনুমানকে স্বদেশের বিদ্বেষ-প্রণোদিত অনুমান ছাড়া আমি আর কিছু মনে কত্তে পারি না।"

চম্পটী সাহেবের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তে সে ভাবটাকে দমন করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার এই স্বদেশভক্তি অন্ধভক্তি হ'লেও যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। তুমি কি বল ভুপেন?"

ভুপেন বলিল, "আমি যখন তোমাদের তর্কযুদ্ধের সম্পূর্ণ বাহিরে আছি, তখন আমার উপর মধ্যস্থতার ভার দেওয়া কি আমার প্রতি অবিচার করা হয় না?"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "বিরোধস্থলে বাহিরের লোকের মধ্যস্থতাই গ্রাহ্য। আপনি কি বলেন ?"

বলিয়া তিনি ললিতার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। ললিতা গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি কিন্তু আশা করি, দাদা কখনই আপনার মতের সমর্থন করবেন না।"

ভূপেন সহাস্যে বলিল, "আমি কারো মতের সমর্থন কত্তে চাই না। তবে আমার মধ্যস্থতাই যদি গ্রাহ্য হয়, তা হ'লে আমি এইমাত্র বলতে পারি যে, ললিতার হার্ম্মোনিয়মের কাছে ব'সে এই যুদ্ধের অবসান ক'রে দেওয়া উচিত। নরেন বা চম্পটী সাহেব উভয়েই বোধ হয় আমার এই প্রস্তাবের সমর্থন করবেন।"

চম্পটী সাহেব সাগ্রহে বলিলেন, "আনন্দের সহিত।"

ললিতা দাদার মুখের উপর কৃত্রিম কোপপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গৃহের একপ্রান্তে স্থাপিত টেবিল হার্ম্মোনিয়মের সম্মুখে গিয়া বসিল, এবং তাহার চাবি খুলিয়া, পর্দ্দায় অঙ্গুলিসংযোগ করিয়া, সুরে গলা মিলাইয়া গান ধরিল। কণ্ঠ প্রথমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইলেও ক্রমে তাহা নববধূর ঘোমটা-ঢাকা মুখের মত সুস্পষ্ট হইতে লাগিল ; সুরের শান্ত-কোমল উচ্ছ্বাসে ঘরখানা যেন ভরিয়া উঠিল। ললিতা গাহিতে লাগিল—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনি !
নির্ম্মল-সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননী জননী।
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞান-ধর্ম্ম কত কাব্য-কাহিনী।"

সকলেই রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া সঙ্গীতসুধা পান করিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে চম্পটী সাহেবের জ্রযুগল যে মধ্যে মধ্যে ঈষৎ কুঞ্চিত হইতেছিল, তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না। ললিতা আবেগ-বিহ্বল-কণ্ঠে গাহিয়া চলিল—

"নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল-হিমাচল
শুভ্রতুষার-কিরীটিনী।"

চম্পটী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া নরেন বলিল, "ঐ দেখুন, মিষ্টার চম্পটী, ভূপিদার চোখ দু'টো জলে ভ'রে এসেছে। অথচ আপনি ওকেই মধ্যস্থ মান্‌ছিলেন।"

চম্পটী সাহেব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "গানের সুরটা সুন্দর।"

নরেন বলিল, "কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর বোধ হয় কথাগুলি।"

ভূপেন বলিল, "রবিবাবু যথার্থই একজন অসাধারণ কবি।"

চম্পটী সাহেব যেন উদাসভাবে বলিলেন, "রবিবাবু বুঝি এই রকম গান রচনা করেন?"

নরেন একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "আপনি কি রবিবাবুর রচনা পড়েন নি?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "বাঙ্গালা বই পড়া আমি আদৌ পছন্দ করি না। বাঙ্গালা ভাষায় আছে কি?"

ললিতা সহাস্য অথচ তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তথাপি আপনি যে অনুগ্রহ ক'রে নগণ্য বাঙ্গালা ভাষাটাকে মনে রেখেছেন সেটা বাঙ্গালা

ভাষার সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। কেন না অনেকে কয়লাঘাটায় জাহাজে পা দিয়েই বাঙ্গালা ভাষা ভুলে যান।”

নরেন হাসিয়া উঠিল। চম্পটী সাহেব মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিল। নরেন চমকিতভাবে বলিল, “সাতটা বেজে গেল, আমি এখন উঠি ভূপিদা।”

বলিয়াই নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ললিতার মুখের উপর বিদায়-প্রার্থনাসূচক সস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া গেলে চম্পটী সাহেব ভূপেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমি তোমার এই বন্ধুটীর ভদ্রতার প্রশংসা কত্তে পারি না।”

ভূপেন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “এ-বিষয়ে ওকে মাপ কত্তে হবে মিষ্টার চম্পটী; ও ছোক্‌রা বিলাতি আদবকায়দাকে সম্পূর্ণ ঘৃণা করে।”

ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, “শেম্! বিলাতি আদবকায়দা আজকাল সকল সভ্যজগতের আদর্শ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সে আদর্শকে বাদ দিলে সভ্যজগতের কাছে আমাদের কতটা খাটো হ'য়ে থাক্‌তে হবে তা জান?”

ভূপেন কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ললিতা তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, “যতটাই খাটো হোক, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের চেয়ে একটু উঁচু থাক্‌বে বোধ হয়।”

যেন কঠোর আঘাতে চম্পটী সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার ললাটদেশ আরক্ত, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। ভূপেন বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে ললিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সে যে কি বলিয়া ললিতার উক্তির প্রতিবাদ করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া চম্পটী সাহেব সহসা হাসিয়া উঠিলেন;

এবং সে হাসি সম্পূর্ণ প্রাণহীন হইলেও তাহা দ্বারাই যেন অবমাননার সঙ্কোচকে ঢাকিয়া ফেলিয়া, ললিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনার অনুযোগটা প্রতিবাদের যোগ্য হ'লেও আমি এখন তার প্রতিবাদ কত্তে চাই না। কারণ আমার আশা আছে. আপনি একদিন অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, উচ্চ আদর্শের অনুকরণ ব্যতীত কখন উচ্চ হওয়া যায় না।"

বলিয়া তিনি টুপীটা হাতে লইলেন, এবং ভূপেনের সহিত করমর্দ্দন ও ললিতাকে সহাস্য নমস্কারের সহিত 'গুড্ নাইট্' করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভূপেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে ডাকিল, "ললিতা!"

ললিতা ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া চাহিল। ভূপেন ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "তোর এ প্রগল্ভতা কিছুতেই ক্ষমার যোগ্য হ'তে পারে না।"

মৃদু হাসিয়া ললিতা বলিল, "অন্যের কাছে ক্ষমার অযোগ্য হ'লেও তোমার কাছে সে-প্রত্যাশা আমি শতবার করি দাদা।"

গম্ভীরস্বরে ভূপেন বলিল, "সেটা কি সম্পূর্ণ অন্যায় প্রত্যাশা নয়?"

সহাস্যে ললিতা বলিল, "একটুও না। কারণ তুমি যে আমার দাদা।"

ভূপেনের রোষগম্ভীর মুখখানা মুহূর্ত্তে স্নেহে কোমল হইয়া আসিল।

ললিতা যথার্থই বলিয়াছিল, ভূপেন বাস্তবিকই তাহার স্নেহময় দাদা। ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক ছাড়া উভয়ের মধ্যে আরও একটা এমন সম্বন্ধ ছিল, যাহাতে তাহাদের স্নেহের বন্ধনটা অধিকতর সুদৃঢ় হইয়া আসিয়াছিল। বাপ যখন মারা যান, তখন ললিতা সাত বৎসরের বালিকামাত্র, আর ভূপেন চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক। তাহার অল্পদিন পূর্ব্বেই উভয়ে মাতৃহীন হইয়াছিল। সুতরাং পিতার মৃত্যুতে এই দুইটী বালক বালিকা যখন

নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িল, তখন তাহারা পরস্পরকেই আপনাদের নির্ভর আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিল, উভয়ে উভয়ের স্নেহ-ভালবাসায় আপনাদের শূন্য জীবন পূর্ণ করিয়া লইল।

পিতা রমণী বাবু একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারি করিয়া তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বহুবিধ সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়াও মৃত্যুকালে চল্লিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ, এবং দুই খানি বাড়ী রাখিয়া গিয়াছিলেন। উইলে তিনি এই সম্পত্তি পুত্র ও কন্যাকে সমান অংশে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং পুত্র-কন্যার সাবালক অবস্থাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত জনৈক বিশ্বস্ত বন্ধুকে উইলের এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ভূপেন ও ললিতা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইতে লাগিল।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভূপেন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার হাতে পাইল। সম্পত্তি পাইয়াও সে শিক্ষা ত্যাগ করিল না; বি এ পাশ করিয়া এম এ পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইল। অনেকেই তাহাকে বিলাত গিয়া সিবিলিয়ান্ হইতে পরামর্শ দিল। ভূপেনেরও যে তাহাতে আগ্রহ ছিল না এমন নহে, কিন্তু ললিতার জন্য বাধ্য হইয়া তাহাকে এই আগ্রহ ত্যাগ করিতে হইল। সে চলিয়া গেলে ললিতা কোথায় থাকিবে? ললিতা যদিও সর্ব্বান্তঃকরণে ভ্রাতার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিল, তথাপি ভূপেনের উন্নতি জানিয়াও সে তাহার বিলাতযাত্রায় বাধা দিল। দাদা ছাড়া সংসারে তাহার যে আর নির্ভর করিবার স্থান ছিল না। একমাত্র দাদাই যে তাহার মাতা পিতা সহোদর শিক্ষক ও সঙ্গীর স্থান অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং দাদাকে সে ছাড়িয়া দিতে পারিল না, দাদাও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিল না।

রমণীবাবু একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। পিতার গুণ পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল, কিন্তু কন্যা সে গুণের সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইতে পারে নাই; ভ্রাতার শিক্ষা-দীক্ষাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া সে যেন অন্তরে অন্তরে অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছিল। ভূপেন ইহাতে একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু প্রতীকারের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যে দিক্ দিয়া এই ভাবের প্লাবন আসিয়া ললিতার চিত্তটাকে বিভিন্ন পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, সে দিক্‌টা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেও এই প্লাবনের গতি রোধ করিবার শক্তি তাহার ছিল না।

ভূপেন যখন সিটী কলেজে পড়িত, তখন হইতেই নরেনের সহিত তাহার আলাপ-পরিচয় হয়। এই আলাপ-পরিচয়ের ফলে অল্প-দিনের মধ্যেই নরেন তাহাকে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এমনই দৃঢ়ভাবে তাহার হৃদয়টা অধিকার করিয়া বসিল যে, তাহাকে সে স্থান হইতে বিচ্যুত করিবার শক্তি ভূপেনের রহিল না। উভয়েই মাতৃ-পিতৃহীন, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বটা ক্রমেই প্রগাঢ় হইয়া আসিল। কোন বাধা না থাকিলেও ললিতা সাধারণের সঙ্গে বড় একটা মিশিত না, কিন্তু দুই চারি দিনের আলাপেই সে নরেনের সঙ্গে না মিশিয়া থাকিতে পারিল না। নরেন যেন জোর করিয়া তাহাকে আপনার দিকে টানিয়া আনিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বড়াই গ্রামের ভুবন মুখুজ্যের ছেলে বরেন মুখুজ্যে ও নরেন মুখুজ্যে দুই ভায়ের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া যখন মোকদ্দমা বাধিবার উপক্রম হইল, তখন গ্রামের অনেক লোকই দ্বিতীয় গজকচ্ছপের যুদ্ধ দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, এবং ভুবন মুখুজ্যের সযত্ন-সঞ্চিত সম্পত্তিটা যে শীঘ্রই তাহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তচ্যুত হইয়া উকীল, মোক্তার ও মহাজন নামক তিনটী সম্প্রদায়ের কবলগত হইবে এই আশায় কেহ কেহ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

নিঃস্ব ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ভুবন মুখুজ্যে যখন স্বীয় অধ্যবসায় ও বাণিজ্য-লক্ষ্মীর কৃপায় লক্ষপতি হইয়া গাংপুর মহলটা ইজারা লইলেন, তখন গ্রামের অনেক লোক তাঁহার এই অভাবনীয় উন্নতি দর্শনে শুধু আশ্চর্য্যান্বিত হইল না, লোকটা ঠিক তাহাদেরই ন্যায় দ্বিহস্ত ও দ্বিপদ হইয়াও কিরূপে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সহসা এতটা উন্নতি লাভ করিল ইহাই তাহাদের চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। তারপর ভুবন মুখুজ্যে ক্রমে ক্রমে যখন আরও তিন চারিটী মহলের ইজারা লইয়া একজন জমিদার হইয়া বসিলেন, তখন গ্রামের প্রবীণেরা অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিল যে, ভুবন মুখুজ্যের এই উন্নতির মূলে এমন একটা অধর্ম্ম বা জাল-জুয়াচুরী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহা প্রকাশ পাইলে একদিন সকলকেই কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হইবে। কারণ অধর্ম্ম ব্যতীত যে পয়সা হয় না ইহা সনাতন সত্য। ধর্ম্মপথে থাকিয়া কেহ কখন বড়লোক হইতে পারে না। ইহার প্রমাণ, সিদ্ধান্তকারীরা নিজে।

অতঃপর সিদ্ধান্তকারী বহুদর্শী প্রবীণগণ ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, অধর্ম্মের পয়সা কখনই ভোগে আসিবে না; তাহা হইলে দিবা-রাত্রি, চন্দ্র সূর্য্য সব মিথ্যা হইবে।

কিন্তু ভুবন মুখুজ্যের সম্পত্তির মূলীভূত অধর্ম্মের রহস্যটা বহুদিনেও প্রকাশ পাইল না; বরং ভুবনবাবু কারবার ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে জমিদারীর উপস্বত্ব ভোগ করিতে লাগিলেন। লোকে কিন্তু আশা ছাড়িল না; তাহারা ক্রিয়াকর্ম্মে দান-ধ্যানে অধর্ম্মার্জ্জিত জমিদারীর উপস্বত্বের কতকটা অংশীদার হইলেও ধর্ম্মের মুখের দিকে চাহিয়া সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কবে এই নূতন জমিদারের জমিদারীর মূলীভূত অজ্ঞাত অধর্ম্মটা লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া এই জমিদারী, এই পাকা বাড়ী, এই দোল-দুর্গোৎসব সব উপকথার মায়াপুরীর মত এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিবে। কিন্তু অনেকদিন অতীত হইলেও সেই প্রার্থিত দিনটা আসিল না, এবং সে অজ্ঞাত রহস্যটা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ভুবনবাবু বিস্তৃত জমিদারী এবং দুই পুত্র রাখিয়া অজ্ঞাতলোকে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর বিজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিলেন, ছেলেদের হাতে যখন বিষয় পড়িয়াছে, তখন ধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড়িবার আর বিলম্ব নাই। আজকালকার ছেলে, মদে মাংসে বাবুয়ানীতে তিন দিনে সব উড়াইয়া দিবে।

কিন্তু তিন দিনের স্থলে তিন বৎসরেও যখন বিষয় উড়িবার উপযুক্ত বাবুয়ানীর কোন লক্ষণই দেখা গেল না, তখন কেহ কেহ হতাশচিত্তে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কলিতে কি ধর্ম্ম আছে? এখন অধর্ম্মেরই জয়-জয়কার!"

এইরূপে কলিতে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দর্শনে অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তিই যখন নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন, তখন সহসা ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদের সম্ভাবনা দর্শনে তাঁহারা যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া পড়িলেন।

বিবাদটাও নিতান্ত সামান্য কারণে বাধে নাই। সে বৎসর বাসন্তী-পূজার সময় নরেন ললিতা ও ভূপেনকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। কেবল ভূপেন আসিলে বোধ হয় কোন কথাই উঠিত না, কিন্তু সেই সঙ্গে ললিতার আগমনে গ্রামের লোকেরা কেবল বিস্ময় অনুভব করিয়াই নিরস্ত রহিল না, সঙ্গে সঙ্গে দেশে একটা তুমুল আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইল। সেই পনের ষোল বছরের মেয়েটী যখন ভূপেন ও নরেনের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে গ্রামের সদর রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইত, মাঠের ধারে গিয়া পাঁচ বছরের মেয়ের মত ফড়িং ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিত, তখন গ্রামের পুরুষেরা সেদিকে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, মেয়েরা গালে হাত দিয়া চাহিয়া থাকিত।

কিন্তু এই বিস্ময়ভাবটা স্থায়ী হইল না, শীঘ্রই ইহার সঙ্গে ধর্ম্মভাবটা জাগরিত হইয়া সকলকে সচেতন করিয়া দিল। প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিতে সাহসী না হইলেও ইহার বিরুদ্ধে একটা গুপ্ত আন্দোলন চলিতে লাগিল, এবং সে আন্দোলনে সমাজের অধিকাংশ প্রধান ব্যক্তিই যোগ দিয়া ধর্ম্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল। পরামর্শ যুক্তি গোপনেই চলিল, এবং এতই গোপনে উপায় উদ্ভাবিত হইল যে, সপ্তমী পূজার দিন পর্য্যন্ত অপরে তাহার ছায়া মাত্র অনুভব করিতে পারিল না।

সপ্তমীর মধ্যাহ্নে মধ্যাহ্নভোজনের সময় যখন গ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণকেই অনুপস্থিত দেখা গেল, তখন ছোট বড় সকল কর্ম্মচারী

হইতে বড় বাবু পর্য্যন্ত ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বড় বাবু তৎক্ষণাৎ জানকী ঘোষাল, গোকুল চক্রবর্ত্তী, সর্ব্বেশ্বর আকুলি প্রভৃতি প্রবীণ সামাজিকগণকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে জানকী ঘোষাল পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বড় বাবুর প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়া দিলেন যে, গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই বড় বাবুর আশ্রিত এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বড় বাবুর আদেশে তাহারা প্রাণপর্য্যন্ত দিতে পারে। কেন না বড় বাবুর মত ধর্ম্মনিষ্ঠ পরোপকারী লোক কেবল এই বড়াই গ্রামে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহস্থল। কিন্তু ছোট বাবু দিন দিন যেরূপ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতেছেন, তাহাতে এই আনুগত্য রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ছোট বাবু বিদেশে যাহাই করুন, দেশে কিন্তু খিরিষ্টানদের লইয়া এতটা মাথামাথি করা উচিত হয় না। ভ্রাতৃগতপ্রাণ বড় বাবু ভ্রাতাকে ক্ষমা করিলেও সমাজ কিন্তু এতটা উদারতা দেখাইতে পারে না; দেখাইলে ধর্ম্ম—যাহা ধনজন, এমন কি যাহা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ও মূল্যবান্ তাহা লোপ পায়। অগত্যা তাহারা পরমোপকারী বড় বাবুর অবাধ্যতাচরণ করিয়া অকৃতজ্ঞ হইতে বাধ্য হইয়াছে।

বড় বাবুও এই অভিযোগের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন। শিক্ষিত হইলেও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এতটা অনুরাগ ছিল, যাহাতে এই অনুরাগের মধ্য দিয়া অনেক সময় তাঁহার গোঁড়ামী এক আধটু প্রকাশ পাইত। সুতরাং ললিতা ও ভূপেনের উপস্থিতি যে তাঁহার বেশ প্রীতিপ্রদ হয় নাই ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঘোষাল মহাশয় সত্যই বলিয়াছিলেন, তিনি ভ্রাতৃগতপ্রাণ। শৈশবে মাতৃহীন হওয়া অবধি

তিনি কনিষ্ঠের আদর-অত্যাচার যতটা সহ্য করিতেন, পিতাও ততটা সহিতে পারিতেন না। নরেনের সকল ত্রুটী, সকল অত্যাচার তাঁহার নিকট মার্জ্জনীয় ছিল। কনিষ্ঠের শাসক হইলেও তিনি তাহার ভীতির পাত্র ছিলেন না, প্রত্যুত শ্রদ্ধাসমন্বিত ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন। এই কারণেই নরেন যখন ললিতা ও ভূপেনকে লইয়া আসিল, তখন তাহাদের আগমন নিজের প্রীতিকর না হইলেও নরেনের অনুরোধেই তিনি তাহাদিগকে সম্মানিত অতিথির প্রাপ্য আদর-আপ্যায়নে আপ্যায়িত করিতে বাধ্য হইলেন।

শুধু ইহাই নহে, এই দুইটী অতিথিকে লইয়া বাড়ীর মধ্যেও বিরুদ্ধ-ভাবের মৃদুগুঞ্জন উত্থিত হইল। কিন্তু বরেন্দ্রনাথের শাসনে সে গুঞ্জন স্পষ্ট প্রকাশ পাইল না। তাহা কেবল আন্দোলনকারীদিগের মনের ভিতরেই চাপা রহিয়া গেল। বড় বৌ মহামায়া সন্তর্পণে আপনার শুচিত্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোল বাধিল কনিষ্ঠা বধূ অপর্ণার। সে যথেষ্ট সতর্কতাসত্ত্বেও যখন আপনার ও আপনার গৃহের শুচিত্ব বজায় রাখিতে পারিত না, তখন স্বামীর উপর নিষ্ফল তর্জ্জনে ইহার শোধ লইবার চেষ্টা করিত। তাহার সম্পূর্ণ সতর্কতা ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ললিতা অকস্মাৎ আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিলে, বিছানায় বসিলে, গৃহসামগ্রী ছুঁইয়া ফেলিলে অপর্ণা মুখে কিছু বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু ভিতরের অসন্তোষটা এমনই ভাবে বাহিরে ফুটিয়া উঠিতে চাহিত যে, ভদ্রতার অনুরোধে অপর্ণাকে অনেক কষ্টে সেটুকু চাপিয়া যাইতে হইত। ললিতা কিন্তু এত দূর জানিত না; সে অপর্ণার অসন্তোষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাহার সহিত সখিত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত।

তবে শুচিত্ব ছাড়া যদি আর একটা বাধা না থাকিত, তাহা হইলে সে ললিতার আগ্রহের মধ্যে আপনাকে ধরা না দিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু এই ষোল বছরের উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়েটার সঙ্গে নরেনকে হাসিয়া কথা কহিতে দেখিলে তাহার অন্তরে স্ত্রীজন-সুলভ যে হিংসাটা মাথা তুলিয়া উঠিত, অপর্ণা চেষ্টা করিয়াও সেটাকে চাপিতে পারিত না।

বাড়ীর ভিতরের এই গোলযোগটা বরেন্দ্রনাথের অগোচর না থাকিলেও বাড়ীর বাহিরে যে ইহা লইয়া গোলমাল ঘটিতে পারে ইহা তিনি তলাইয়া বুঝেন নাই। যখন বুঝিলেন, তখন রোষে ক্ষোভে যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখন ক্রোধ প্রকাশের সময় ছিল না; তখন একদিকে আপনার সামাজিক সম্মান রক্ষা, অন্য দিকে ভ্রাতার ও অতিথির মর্য্যাদা রক্ষা এই উভয়বিধ চিন্তায় তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এই উভয় সঙ্কটে পুরোহিত সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মধ্যস্থ হইয়া সামাজিক গোলযোগের নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণগণ সম্মানস্বরূপ এক এক টাকা দক্ষিণা লইয়া মধ্যাহ্নভোজন করিবেন, এবং আগন্তুকদ্বয়কে অতঃপর স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইবে।

গোলযোগ মিটিয়া গেল, কিন্তু মুখুজ্যে গোষ্ঠীকে দণ্ড দিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হইল এই অপমানে বরেন্দ্রনাথ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি বৈঠকখানায় গিয়া নরেনকে ডাকিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ তখন বড় পুকুরের ঘাটে 'চার' করিয়া ভূপেনের সহিত মৎস্য-শিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ললিতাও তাহাদের সঙ্গিনী হইয়াছিল, এবং সে বঁড়সীতে টোপ গাঁথিয়া দিয়া, কাহার ছিপের ফাৎনী কখন

নড়িতেছে সে বিষয়ে গল্পনিরত শিকারীদ্বয়কে সতর্ক করিয়া এই শিকার ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুকুরপাড়ের কোন্ গাছটা কি জাতীয়, তাহাদের ফুল ও ফলের আকৃতি কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় নরেনের নিকট জানিয়া লইয়া আপনার উদ্ভিদ্-বিষয়ক অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া লইতেছিল। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া নরেনকে বড় বাবুর আহ্বান জ্ঞাপন করিল।

তখন একটা বড় মাছ চারের কাছে আসিয়া সাড়া দিতেছিল। নরেন গল্প হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনোযোগটাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং ভৃত্যের আহ্বানে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড়বাবু কেন ডাকৃচেন ?"

ব্রাহ্মণভোজনের গোলমালের ব্যাপারটা ভৃত্যের অগোচর ছিল না। সুতরাং সে উত্তর করিল, "সে কথা কইতে পাল্লাম না ছোটবাবু, তবে বামুনরা নাকি ঘোঁট ক'রেছে, খেতে আস্‌বে না।"

ফাৎনাটা একটু নড়িয়া উঠিল। তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া নরেন বলিল, "বামুনরা খেতে আসবে না, আমাকে খেতে হবে নাকি ? কেন খেতে আসবে না ?"

ললিতার দিকে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভৃত্য বলিল, "তেনারা বলে, ছোট বাবু বাড়ীতে সব খিরিস্তান এনেছে—"

নরেন চমকিত হইয়া ভৃত্যের দিকে রোষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই ভৃত্য ভয়ে ভয়ে থামিয়া গেল। ললিতা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "ফাৎনা ডুবিয়েছে নরেন বাবু।"

নরেন অন্যমনস্কভাবেই ছিপ ধরিয়া টান মারিল, কিন্তু মাছ গাঁথা পড়িল না। ছিপগাছটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ক্রুদ্ধভাবে নরেন ভৃত্যকে

ধমক দিয়া বলিল, "আমি এখন যেতে পারব না। এমন সময় বড় বাবু ডাকৃচেন? বেটা গাধা!"

ভৃত্য কিসে যে আপনার গর্দ্দভত্বের পরিচয় দিল, তাহা বুঝিতে না পারিলেও উদ্যত ছিপগাছটা পাছে তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় সে দ্বিতীয় কথা না বলিয়াই প্রস্থান করিল। নরেন টোপ ঠিক করিয়া দিয়া পুনরায় ছিপ ফেলিল। ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি নরেন বাবু? খিরিস্তান সব কে?"

একটু তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া নরেন বলিল, "ছেড়ে দিন ওদের কথা, যত সব গণ্ডমূর্খ নিষ্কর্ম্মা লোক, কাজের মধ্যে দলাদলি আর গোঁড়ামি।"

ভূপেন বলিল, "আমাদের বুঝি খৃষ্টান ঠাউরেছে?"

বলিয়া ভূপেন হাসিয়া উঠিল। ললিতা বলিল, "যদিই তা ঠাউরে থাকে, তাতে তা'দের দোষ দেওয়াও যায় না। কেন না আমাদের চাল-চলন বাস্তবিক ওদের মত নয়। পাড়াগাঁয়ে এসে আমাদের এ-রকম মেলা-মেশা প্রকৃতই অন্যায় হ'য়েচে।"

রাগতভাবে নরেন বলিল, "একটুও অন্যায় হয় নি। অন্যায় হ'তো, যদি ঐ সকল গোঁড়াদের মতের কিছুমাত্র মূল্য থাকৃতো।"

ভূপেন বলিল, "কিন্তু ঐ গোঁড়াদের নিয়েই তো হিন্দুসমাজ, এবং সমাজে ওদের মূল্যহীন মতই প্রবল।"

নরেন হাসিয়া বলিল, "সম্পূর্ণ দুর্ব্বল। এত দুর্ব্বল যে তা দেখে ভূপিদা তুমি না হেসেই থাকৃতে পারবে না। ঐ তো কেউ খাবে না বলেছে, কিন্তু দু'টো টাকা পেলেই ছুটে খেতে আসবে। বোধ হয় এতক্ষণ এসেছে।"

ললিতা বলিল, "তাই না কি ?"

নরেন বলিল, "নিশ্চয়। হয় নয়, চল, গিয়ে দেখ্‌বে।"

পুকুরের পাশ দিয়াই রাস্তা। কতকগুলি ব্রাহ্মণ ছাতা মাথায় সেই রাস্তা দিয়া আসিতেছিল। নরেন তাহাদের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখ আমার কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উত্তর পাড়ার বামুনরা খেতে আস্‌ছে। বোধ হয় কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য লভ্য হ'য়েছে।"

ললিতা হাসিয়া বলিল, "কাঞ্চনমূল্য দিলেই বুঝি সব শুদ্ধ ?"

নরেন বলিল, "হাঁ, মায় গরু ছাগল পর্য্যন্ত।"

তিন জনেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের হাস্যধ্বনিতে চমকিত হইয়া গমনকারী ব্রাহ্মণগণ ঘাটের দিকে, বিশেষতঃ ললিতার উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণে বরেন্দ্রনাথ নরেনকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনেছ, আজ সামাজিক দণ্ড দিয়ে ব্রাহ্মণদের খাওয়াতে হ'য়েছে।"

নরেন উত্তর করিল, "আপনি ব'লে দণ্ড দিয়ে খাইয়েছেন, আমি হ'লে কাণ ধ'রে এনে খাওয়াতাম।"

তাহার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীরস্বরে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার মত বুদ্ধি বা সৎসাহস আমার নাই।"

নরেন নত-মস্তকে গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি বোধ হয় গরীব বামুনদের কাণ ধ'রে নিজের অনাচারের দোষটা ঢাক্‌তে চাও ?"

নরেন বলিল, "আমি এমন কোন অনাচার করি নাই, যাতে সমাজ আমাকে দণ্ডিত কর্ত্তে পারে।"

ক্রুদ্ধস্বরে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হিন্দুর ঘরে ব্রাহ্মদের নিয়ে মেলা-মেশা করা কি অনাচার নয় ?"

নরেন বলিল, "ব্রাহ্মদের আমি এতটা অপবিত্র বোধ করি না যে, তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করলে ধর্ম্মটা লোপ পেয়ে যায়।"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি না মনে করলেও সমাজ তা মনে করে।"

নরেন বলিল, "সেটা সমাজের সঙ্কীর্ণতা মাত্র।"

তীব্র শ্লেষপূর্ণ স্বরে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার মত জনকতক উদারনীতিকের আবির্ভাব হ'লেই সমাজ রসাতলে যাবে।"

মুখ তুলিয়া তীব্রকণ্ঠে নরেন বলিল, "যে সমাজে মানুষ মানুষকে এতটা ঘৃণা করে, তার রসাতলে যাওয়াই উচিত।"

বরেন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তুমি দেখ্ছি একজন মস্ত সংস্কারক হ'য়ে উঠেছ।"

নরেন বলিল, "এ সমাজের সংস্কার করা বিধাতারও অসাধ্য।"

ভ্রূকুটি সহকারে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু বিধাতার অসাধ্য কাজে হাত দিয়ে তোমরা তো নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে ছাড় না।"

নরেন মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যাক্, যা হবার হ'য়েছে, এখন হ'তে একটু সাবধানে চল্‌তে হবে।"

একটু জোর গলায় নরেন বলিল, "সেজন্য বোধ হয় ওঁদের তাড়িয়ে দিয়ে অতিথির অপমান কত্তে ইতস্ততঃ করেন না।"

মুখের উপর এত বড় রূঢ় অভিযোগ শুনিয়া বরেন্দ্রনাথ রাগিয়া উঠিলেন; তীব্রস্বরে বলিলেন, "যাদের জন্য সম্মান নষ্ট হয়, ভুবন মুখুজ্যের ছেলেকে সামাজিক দণ্ড দিতে হয়, তাদের বাড়ীতে স্থান দেওয়াও উপযুক্ত মনে করি না।"

নরেনও রাগিয়া বলিল, "কিন্তু এ কথাটা চাকর দিয়ে তাঁদের শুনিয়ে দেওয়া ভদ্রতাসঙ্গত কাজ হয় নাই।"

পুনরায় মিথ্যা অভিযোগে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বরেন্দ্রনাথ ধৈর্য্যচ্যুত ভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার কোন কাজের কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে চাই না।"

নরেন আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল। তাহার ইচ্ছা হইল, এই মুহূর্ত্তে ভূপেন ও ললিতাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে অপমানের মাত্রাটা যে আরও বাড়িয়া

যাইবে, এবং তাহার আত্মগৌরবও যে অনেকটা হ্রাস হইয়া পড়িবে, ইহা বুঝিয়া ক্রোধটাকে সংযত করিয়া লইল এবং ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে যে ঘরে ললিতা ও ভূপেন ছিল, সেই ঘরে উপস্থিত হইল।

ভূপেন তখন ইজি চেয়ারে পড়িয়া একখানা বই পড়িতেছিল, আর ললিতা ভ্রমণের সাজে সজ্জিতা হইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। নরেন উপস্থিত হইতেই ললিতা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "বেশ যা হোক্ নরেন বাবু, কখন হ'তে অপেক্ষা কচ্চি, কিন্তু আপনার আর দেখা নাই। আজ না মাঠের দিকে বেড়াতে যাবার কথা আছে।"

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে নরেন বলিল, "দশ মিনিট্ অপেক্ষা করুন, আমি কাপড় ছেড়ে আস্চি।"

বলিয়া সে প্রস্থানোদ্যত হইতেই ভূপেন বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "এটা তোমার নেহাৎ অন্যায় আবদার ললি, নরেনের বাড়ীতে এত বড় একটা কাজ—"

বাধা দিয়া ললিতা সহাস্যে বলিল, "নরেন বাবুর জন্য সকল কাজই তো আট্কে রয়েছে দেখ্চি।"

মৃদু হাসিতে হাসিতে নরেন বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

নরেন নিজের ঘরে গিয়া ব্যস্তভাবে অপর্ণাকে বলিল, "আমার কাপড়-জামাগুলা কোথায়?"

অপর্ণা বলিল, "পাশের ঘরে আছে।"

নরেন বলিল, "শীগ্গীর এনে দাও, আমায় এক্ষুণি বেরুতে হবে।"

অপর্ণা বলিল, "ভোলাকে ডেকে দিচ্চি।"

বিরক্তভাবে নরেন বলিল, "তুমি নিজে এনে দিতে পার না বুঝি?"

অপর্ণা বলিল, "আমি এখন ছোঁব না।"

ভ্রূকুটী করিয়া নরেন বলিল, "কারণ ?"

অপর্ণা বলিল, "কারণ এই মাত্র আমি কাপড়-চোপড় কেচে আস্‌চি।"

ক্রুদ্ধস্বরে নরেন বলিল, "সুতরাং আমার কাপড় ছুঁলে আবার অপবিত্র হ'য়ে যাবে।"

স্বামীর কথার উত্তর না দিয়া অপর্ণা দরজার নিকট গিয়া ডাকিল, "ভোলা!"

নরেন খাটের পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "দেখ, তোমাদের এই শুদ্ধাচারিতা দিন দিন আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।"

মৃদু হাসিয়া অপর্ণা বলিল, "সকলকেই তোমার মত অনাচারী হ'তে বল নাকি ?"

জোরে মাথা নাড়িয়া নরেন বলিল, "হাঁ, বলি।"

মুখখানা ভারী করিয়া অপর্ণা বলিল, "আমার দ্বারা তা হবে না। আমি তোমার ললি নই।"

ক্রোধে লাফাইয়া উঠিয়া, মেঝের উপর পা ঠুকিয়া নরেন বলিল, "তুমি তার পায়ের একটা আঙ্গুলেরও যোগ্য নও।"

আহতা ভুজঙ্গীর ন্যায় অপর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "নিশ্চয়; কারণ আমি পরপুরুষের হাত ধ'রে বেড়াতে পারব না। আমি হিঁদুর মেয়ে।"

তীব্রস্বরে নরেন বলিল, "শুধু হিঁদুর মেয়ে নও, বামুন-পণ্ডিতের মেয়ে।"

পিতার উদ্দেশে এই শ্লেষোক্তি শুনিয়া অপর্ণা আরও রাগিয়া উঠিল; বলিল, "আমার বাবা শুধু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ন'ন, তাঁর মত শুদ্ধাচারী এ তল্লাটে নাই।"

শ্লেষের কঠোর হাসি হাসিয়া নরেন বলিল, "সেই জন্যই তোমার মনের ভিতর এত জঘন্য নরক।"

রাগে চোখ মুখ লাল করিয়া অপর্ণা বলিল, "আর স্বর্গ বুঝি তোমার ললিতার মনের ভিতর?"

'তোমার' এই কথাটায় নরেন চমকিয়া উঠিল। অপর্ণা কিন্তু তাহাতে দৃকপাত না করিয়াই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "বেহ্মজ্ঞানী মাগী-টাকে নিয়ে তুমি এতটা ঢলাঢলি ক'চ্চো কেন বল তো?"

ক্রোধ-কম্পিত স্বরে নরেন বলিল, "আমি কি করি না করি, তার কৈফিয়ৎ নেবার অধিকার তোমার নাই। কিন্তু সেই বেহ্মজ্ঞানী মেয়েটার মনে যে পবিত্রতা, যে তেজ, তোমার মত বামুন-পণ্ডিতের মেয়ের মনে তা থাক্‌তেই পারে না।"

একে পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ, তাহার উপর ললিতার প্রশংসা,— অপর্ণা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বলিল, "বেশ্যার মনের পবিত্রতা বামুন-পণ্ডিতের মেয়ে কোথায় পাবে?"

ক্রোধে নরেনের হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইল; সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, "তুমি অতি ইতরের মেয়ে।"

অপর্ণা গ্রীবা উদ্যত করিয়া ক্রোধস্ফুরিত কণ্ঠে বলিল, "ব্রজ শিরোমণির মত সদ্‌ ব্রাহ্মণের মেয়েকে ইতরের মেয়ে বলে, এত সাহস কারো নাই।"

মেঝের উপর জোরে পা ঠুকিয়া সগর্জ্জনে নরেন বলিল, "আমার আছে। শুধু তাই নয়, তোমার মত নীচমনা রমণীকে আমি আমার স্ত্রী ব'লে স্বীকার করি না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে অপর্ণা বলিল, "আমিও জোর ক'রে তা স্বীকার করাতে চাই না।"

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অপর্ণাকে যেন দগ্ধ করিয়া নরেন বলিল, "তা চাইবে কেন ? আমি জানি, গরীবের মেয়ের জমিদারের ঘরের সুখ সহ্য হয় না। কুয়োর বেঙ সাগর দেখলে হাঁপিয়ে ওঠে।"

ভ্রূকুটী করিয়া অপর্ণা বলিল, "আমি কুয়োর বেঙ, আমাকে কুয়োতে থাকতে দাও।"

তীব্রকণ্ঠে নরেন বলিল, "বেশ, তাই হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ব'লে রাখছি, তারপর আমার বিনা হুকুমে যদি তুমি এই ঘরের দরজায় পা দাও, তবে তুমি বামুনের মেয়েই নও।"

বলিয়াই নরেন ঝড়ের ন্যায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অপর্ণা দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া স্তম্ভিত নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ইহার পর নরেন যে কয়দিন রহিল, ঘরে আসিল না, বাহিরেই কাটাইয়া দিল। তারপর যেদিন প্রতিমা জলে পড়িল, সেদিন ভূপেন ও ললিতাকে লইয়া সে কলিকাতা যাত্রা করিল। সেখানে যাইবার কয়েকদিন পরে শ্বশুরকে পত্র লিখিল, "আপনার কন্যার সম্মান রক্ষার জন্য তাহাকে ও-বাটী হইতে লইয়া যাইবেন।"

গ্রামের পাশাপাশি সোণারচকে শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুর ব্রজনাথ শিরোমণি একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য দেশবিশ্রুত হইলেও দারিদ্র্য তাঁহার চিরসহচর হইয়াছিল। দারিদ্র্যেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না, তিনি নিজেই যেন উহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ন্যায়, দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকিলেও তিনি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া তৈলবট গ্রহণ করিতেন না, এবং দেশ-বিদেশ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র আসিলেও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের দান গ্রহণ করিতে যাইতেন না। সুতরাং এদিকের আয় তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। আট দশ বিঘা

ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, তাহার আয়েই সংসার চলিত। সংসারটাও নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। সংসারে যদিও একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কোন আত্মীয় ছিল না, তথাপি তাঁহাকে অনেকগুলি পোষ্য প্রতিপালন করিতে হইত। চার পাঁচটী ছাত্র ছিল, বৃদ্ধ ভৃত্য ভজহরি মাইতি ছিল, তাহার তত্ত্বাবধানে একটী গাভী ছিল। তা ছাড়া ঘরে শালগ্রাম শিলা ছিল, অতিথি-অভ্যাগত দুই একজন প্রায়ই থাকিত। সুতরাং গৃহশূন্য হইলেও গৃহস্থালীর কোন উপকরণেরই অভাব ছিল না। গৃহস্থালীর এই সকল উপকরণ লইয়া শিরোমণি মহাশয় সংসার ত্যাগ করিবার বয়সেও রীতিমত সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন।

গৃহিণীর মৃত্যুর পর হইতে শিরোমণি মহাশয় নিজেই পাককার্য্য সমাধা করিতেন। কিন্তু কিছুদিন হইতে শরীর অপটু হওয়ায় ছাত্রেরা সে ভার লইয়াছিল। তাহারা এক একদিন এক একজনে পালা করিয়া রাঁধিত। শিরোমণি পূর্ব্বাহ্নে কিয়ৎক্ষণ ছাত্রদিগকে পাঠ দিয়া স্নানান্তে পূজায় বসিতেন। পূজাশেষে ছাত্র ও অতিথিদিগের সহিত একত্র আহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সমস্ত অপরাহ্নটা ছাত্রদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনায় কাটাইয়া দিতেন।

সন্ধ্যার পর গ্রামের অনেক লোকই তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইত। তাহাদের কেহ শাস্ত্রকথা শুনিবার জন্য, কেহ বা বিষয়-কার্য্য-সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত। শাস্ত্রালোচনায় কালযাপন করিলেও শিরোমণি বিষয়-কার্য্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন না; মামলা-মোকদ্দমা ছাড়া অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি এমনই বিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশ দিতেন যে, অনেক অভিজ্ঞ প্রবীণ বিষয়ী ব্যক্তিকেও সে উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইত।

ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে তাঁহার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ধর্ম্ম জিনিষটাকে আচার-ব্যবহারের অনেকটা উপরে আসন দিতেন। তিনি বলিতেন, "যেটা ধর্ম্ম সেটা সার্ব্বজনীন; তার কাছে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান নাই; আর যা দেশভেদে, সমাজভেদে স্বতন্ত্র, সেটা আচার মাত্র, তার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, এবং তার ত্রুটীতে ধর্ম্মের লোপ হয় না। ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ, আর আচার বাহ্য বস্তু, সমাজ-বন্ধনের রজ্জু মাত্র।"

যদি কোন স্পষ্টবাদী শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিত, "আচার যদি বাহ্য জিনিষ, তবে আপনি তাকে মেনে চলেন কেন?"

তাহা হইলে শিরোমণি হাসিয়া উত্তর করিতেন, "আমি সমাজের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আমাকে আচার মেনে চল্‌তেই হবে। যাঁরা এই গণ্ডীর বাইরে চলে গিয়েছেন, তাঁদের আর এটাকে মেনে চল্‌বার আবশ্যকতা নাই। সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল প্রভেদ নাই, মুসলমানের হাতে খেতেও তাঁরা দ্বিধা করেন না।" সেই সাধু

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এই উদার মতের জন্য অনেকেই তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিত, আবার অনেকে অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। যাহারা ভক্তি করিত, তাহাদের মধ্যে ভুবন মুখোপাধ্যায় একজন। কার্য্য হইতে অবসর লইয়া ভুবনবাবু যে-কয়দিন নিশ্চিন্তভাবে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তিনি এই উদারমতাবলম্বী পণ্ডিতের সাহচর্য্যে যাপন করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি যে এই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে কেবল ধর্ম্মোপদেশই পাইতেন তাহা নহে, অনেক সময়ে বিষয়-কার্য্য-সম্বন্ধেও পরামর্শ লইয়া বৈষয়িক ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি ইহাঁর নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞও হইয়া ছিলেন। কিন্তু

এই লোভপাশ-নির্ম্মুক্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সে কৃতজ্ঞতা-ঋণ বিমু কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না।

অবশেষে শিরোমণি একমাত্র কন্যা অপর্ণার বিবাহের জন্য যখন পাত্র-অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তখন ভুবনবাবু কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য অপর্ণাকে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। এটা যে কেবল প্রার্থনা নয়, পরন্তু প্রার্থনার আবরণে ঢাকা একটা বড় দান, ইহা বুঝিয়া শিরোমণি ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, "দেখুন ভুবনবাবু, ধনীর ঘরে মেয়ে দিবার শক্তি আমার নাই, আগ্রহও যে আছে এমন কথাও বল্‌তে পারি না। কেন না আমার বিশ্বাস, গরীবের মেয়ে ধনীর ঘরে গিয়ে প্রায় সুখী হয় না, তার জন্মগত দোষটা তাকে ধনীদের কাছ হ'তে দূরে ঠেলে রাখে। কিন্তু এ বিশ্বাস সত্ত্বেও আমি আপনার সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধের লোভ সংবরণ কত্তে পারলাম না।"

নরেনের সহিত অপর্ণার বিবাহ হইয়া গেল। রূপে গুণে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জামাতা পাইয়া শিরোমণি হৃষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কন্যার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু কর্ম্মফল অখণ্ডনীয় ভাবিয়া শেষে বিধাতার উপর এই চিন্তাভার অর্পণপূর্ব্বক শাস্ত্রচিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন।

তারপর ভুবনবাবুর মৃত্যু হইল; অপর্ণা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বামিগৃহে স্থায়ী বাস আরম্ভ করিল। শিরোমণি তাহার সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া এই মায়াময় অখিল পরিত্যাগপূর্ব্বক কিরূপে আশু ব্রহ্মপদে আত্ম-সমর্পণ করিবেন তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা একদিন নরেনের পত্র আসিয়া যেন তীব্র শেলের আঘাতে তাঁহার বিস্মৃতপ্রায় চিন্তাটাকে সজাগ করিয়া দিল।

শিরোমণি পত্রখানা লইয়া বরেন্দ্র বাবুকে দেখাইলেন। বরেন্দ্রনাথ ইহাতে নিজের সম্মতি অসম্মতি কিছুই না জানাইয়া শুধু বলিলেন, "সে আপনার ইচ্ছা।"

শিরোমণি তখন কন্যার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। অপর্ণা যাইবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল। অগত্যা তিনি কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অপর্ণার পিত্রালয়ে গমন-সম্বন্ধে বরেন্দ্রনাথ কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করিলেও ইহার ফল-স্বরূপ যে ক্রোধ তাহা অন্তরে পোষণ করিতে ছাড়িলেন না। এই ক্রোধের মূলে ছিল অভিমান। নরেন তাঁহাকে না জানাইয়া, তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই নিজের স্ত্রীর সম্মান রক্ষার জন্য তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল, এবং এই সাহসিক কার্য্য দ্বারা সে যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও এই বাড়ীর একজন স্বতন্ত্র মালিক ইহাই স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়া পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ লইল। শুধু তাহাই নহে, লোকের কাছেও সে জ্যেষ্ঠকে যেন অনেকখানি ছোট করিয়া ফেলিল। সুতরাং বরেন্দ্রনাথ ইহাতে না রাগিয়া থাকিতে পারিলেন না। তবে সে ক্রোধটা নিজের অন্তরের মধ্যেই এমনভাবে চাপিয়া রাখিলেন যে, মহামায়া পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব অবগত হইল না। অপর্ণা চলিয়া গেলে সে যখন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট বৌ হঠাৎ বাপের বাড়ী গেল যে?"

বরেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "বড় লোকের বাড়ী বিয়ে হ'য়েছে ব'লে কি বাপের বাড়ীটা ভুলে যেতে হবে?"

মহামায়া শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল; কেন না এই বড়লোকের বাড়ীতে বিবাহিত হওয়ার অপরাধেই তাহাকে পিত্রালয়টা বিস্মৃত হইতে হইয়াছিল।

এইরূপে অন্তরের ক্রোধ-বহ্নিটাকে অন্তরেই চাপিয়া রাখিলেও হঠাৎ একদিন তাহা এমনই অতর্কিতভাবে বিদীর্ণ আগ্নেয়গিরির ন্যায় আত্ম-

প্রকাশ করিয়া ফেলিল যে, তাহাতে বরেন্দ্রনাথ নিজেও বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

মোড়ল পাড়ার নিতাই সরকারের খাজনা বাকী পড়ায় তাহার নামে বাকী-খাজনার নালিশ হইয়াছিল। নিতাই আসিয়া বড়বাবুর নিকট অনেক কাঁদা-কাটা করিল, কিন্তু বড়বাবু তাহার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। নায়েব গোপীনাথ সমাদ্দার বড়বাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, নিতাই সরকারের ন্যায় দুষ্ট প্রজা মহালে আর একটী নাই; ক্ষমতা সত্ত্বেও সে দুষ্টামী করিয়া খাজনা বাকী ফেলিয়াছে, এবং নিজে খাজনা না দিয়াই সন্তুষ্ট নহে, আর সকল প্রজাকেও বিগড়াইবার চেষ্টায় আছে। সুতরাং তাহাকে শাসন না করিলে এক পয়সা খাজনা আদায় হইবে না।

নায়েবের কথায় বড়বাবু নিতায়ের উপর চটিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার মায়া কান্নায় ভুলিলেন না। মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়া গেল, এবং আদালতের পেয়াদা আসিয়া নিতায়ের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উপর ক্রোক দিল।

নরেন এই সময় গরমের ছুটীতে দেশে আসিয়াছিল। বড়বাবুর নিকট হতাশ্বাস হইয়া নিতাই একদিন সুযোগমত ছোটবাবুকে ধরিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া নিবেদন করিল যে, নায়েব সমাদ্দার মহাশয়ের পুত্রের অন্নপ্রাশনে টাকা প্রতি চারি আনা মাথট দিতে অস্বীকৃত হওয়াতেই তাহার এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। এ জন্য সে ৭ সালে খাজানা পূরাপূরি দিয়াও 'কবচ' পায় নাই, তাহার পর বৎসর অজন্মাবশতঃ অর্দ্ধেক খাজনা মাত্র দিয়াছে, কিন্তু তাহাও রেহাই পাইতেছে না।

নায়েব গোমস্তারা যে প্রজার উপর অত্যাচার করে ইহা নরেনের অবিদিত ছিল না, সুতরাং সে নিতাইকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করিল। তারপর সে জ্যেষ্ঠের নিকট গিয়া নিতাই সরকারের দুর্দ্দশা ও নায়েবের অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করিল। শুনিয়া বরেন্দ্রনাথ রুষ্টভাবে বলিলেন, "দুষ্ট প্রজারা চিরকালই নায়েব গোমস্তার উপর দোষ চাপিয়ে নিজেরা সাঁচ্চা হবার চেষ্টা করে।"

নরেন বলিল, "কিন্তু এক্ষেত্রে কে দোষী, কে সাঁচ্চা তার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।"

বিরক্তভাবে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার কর্ত্তব্য খাজনা আদায়। সে খাজনা দিয়ে থাকে, আদালতে গিয়ে সেটা প্রমাণ কত্তে পারলেই রেহাই পেতে পারে।"

নরেন বলিল, "সে গরীব, প্রমাণ করাবার শক্তি তার নাই।"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিনা প্রমাণে আমারও খাজনা ছাড়বার শক্তি নাই।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নরেন বলিল, "কিন্তু এটা কি নেহাৎ অন্যায় নয়?"

রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ন্যায়-অন্যায় বোধ তোমার চেয়ে আমার বেশী আছে বোধ হয়।"

ইহার উপর আর কোন কথা বলা নরেন যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না, সে ক্ষুব্ধভাবে জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে ফিরিল।

অতঃপর নরেন একদিন গোপীনাথের নিকট শ্রুত হইল যে, নিতাই সরকারের নামে ডিক্রীজারি করিয়া নীলাম-ইস্তাহার জারি করা হইয়াছে। গোপীনাথ শুধু এই পর্য্যন্ত শুনাইয়াই নিরস্ত হইল না,

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দুঃখ-সহকারে প্রকাশ করিল, এত শীঘ্র নীলাম-ইস্তাহার জারি করিবার কোনই কারণ ছিল না। শুধু ছোট বাবু নিতায়ের পক্ষ অবলম্বন করাতেই বড় বাবু রাগে শীঘ্র শীঘ্র তাহাকে জাহান্নমে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুনিয়া নরেন বিস্ময়ের সহিত বলিল, "কেন, তার পক্ষে আমি কি এমন অন্যায় কথা ব'লেছি?"

গোপীনাথ মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "একটুও অন্যায় নয়, বরং আপনি ন্যায্য কথাই বলেছিলেন। এই ধরুন, সে খাজনা দিয়েছে কি না তার একটা তদন্ত হ'লে আমার দুর্ণামটাও তো খণ্ডন হ'তো। কিন্তু ঐ যে আপনি বলেছেন কি না, তাই রাগে এমন দরকারী কথাটাতেও কাণ দিলেন না।"

নরেন ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "এত রাগই বা কিসের? উনি যা ইচ্ছা তাই করবেন, তাতে আমার একটা কথা বল্‌বারও কি অধিকার নাই?"

গোপীনাথ ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "অধিকার নাই? অধিকার দস্তুরমত আছে। আপনি হলেন অর্দ্ধেক বিষয়ের মালিক।"

নরেন গম্ভীরভাবে রহিল। গোপীনাথ বলিল, "মনিব, কি আর বলবো বলুন ছোটবাবু, তা নইলে আপনি যখন অনুরোধ ক'রে-ছিলেন, তখন যতই দোষী হোক্, তাকে মাপ করাই বড় বাবুর উচিত ছিল। আপনাকে এমনভাবে অপমান করাটা কি ভাল হ'য়েছে?"

গর্জ্জন করিয়া নরেন বলিল, "অপমান! আমি দেখে নেব, কে নিতাই সরকারের ঘর ভিটে নীলাম করে।"

আহ্লাদের হাসি হাসিয়া হর্ষপ্রফুল্লকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "সিংহের বাচ্চা কি না।"

এই প্রশংসায় কিছুমাত্র উৎফুল্ল না হইয়া নরেন সোজা খাজাঞ্চির কাছে গেল, এবং নিজের নামে খরচ লিখিয়া আড়াই শত টাকা দিতে বলিল। খাজাঞ্চি কিন্তু বড় বাবুর বিনা হুকুমে এত টাকা দিতে পারিল না, সে হুকুম আনিবার জন্য বড় বাবুর কাছে গেল। তাহার পূর্ব্বেই গোপীনাথ বড় বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "ছোট বাবু যখন এতই জেদ ধরেচেন, তখন নিতাই সরকারের মামলাটা ছেড়ে দিলেই ভাল হয়।"

তর্জ্জন করিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছোট বাবুর ভয়ে নাকি?"

গোপীনাথ শঙ্কিতভাবে বলিল, "ভয়ে না হ'লেও তিনি যখন জেদ ধরেচেন, তখন বোধ হয় নিজ থেকে টাকা দিয়েও নীলাম রদ করবেন।"

আসনের উপর সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নীলাম যদি রদ হয়, তা হ'লে তোমারও চাকরীর খতম তা জেনে রাখবে।"

গোপীনাথ ভয়ে ভয়ে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে খাজাঞ্চি আসিয়া ছোট বাবুর প্রয়োজন জানাইয়া টাকা দিবার হুকুম চাহিল। বরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, নিতাই সরকারের জন্যই নরেনের টাকার প্রয়োজন। তিনি টাকা দিতে নিষেধ করিলেন। খাজাঞ্চি ফিরিয়া গিয়া নরেনকে বড় বাবুর আদেশ জানাইল। নরেন রাগে ফুলিতে ফুলিতে একেবারে বড় বাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, এবং কষ্টে ক্রোধটা চাপিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "খাজাঞ্চিকে আড়াইশো টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তা দিতে অস্বীকার করলে।"

বরেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তার দোষ নাই।"

ভ্রূকুটী করিয়া নরেন বলিল, "তবে দোষটা কার ?"

তাহার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দোষ তোমার। তোমাকে যে টাকা দেওয়া হয়, তা তোমার ন্যায্য খরচের অতিরিক্ত।"

ক্রোধকম্পিত স্বরে নরেন বলিল, "সেটা কি আমাকে কেউ দয়া ক'রে দেন ?"

তীব্রকণ্ঠে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি যেরূপ মনে কর।"

নরেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "আমি কারো দয়া চাই না। আমার সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিন।"

বরেন্দ্রনাথ তাহার মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধ-তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "উত্তম, কিন্তু এটা শাক মাছের ভাগ নয় যে, একদিনে ভাগ হ'তে পারে।"

"হয় কি না দেখে নেব" বলিয়া নরেন অস্থিরপদে কক্ষ ত্যাগ করিল। বরেন্দ্রনাথ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "নরেন যদি চায়, তাকে টাকাটা দিও।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নরেন কিন্তু টাকা চাহিল না, তাহার পরিবর্ত্তে সে উকীল মোক্তার-দিগের নিকট পরামর্শ চাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। পরামর্শের অভাব হইল না, গ্রামের অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নরেনকে এত সৎপরামর্শ দিতে লাগিল যে, ইহার পূর্ব্বে নরেন বুঝিতে পারে নাই, গ্রামে তাহার এত হিতৈষী লোক আছে। হিতৈষী কেবল নরেনেরই ছিল না, বড় বাবুরও অনেক হিতৈষী ছিল, এবং তাহারা বড় বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া নরেনের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশপূর্ব্বক এমনই ভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তাহাতে তাহাদের গভীর দুঃখের মধ্য দিয়াও আন্তরিক আনন্দ ও কৌতূহলের আবেগটা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। সুতরাং এই হিতৈষিদলের সমবেদনায় বড় বাবু কিছুমাত্র প্রীত হইতে পারিলেন না, বরং তরুণ-প্রকৃতি কনিষ্ঠের সহিত কঠোর ব্যবহার করিয়া যে স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন ইহাই ভাবিয়া বিষণ্ণ হইলেন। কিন্তু হাতের শর আর মুখের কথা একবার ছাড়িয়া দিলে আর উপায় থাকে না। অগত্যা বরেন্দ্রনাথকে আপনার আকস্মিক ক্রোধ-জনিত অনুতাপটা নীরবেই ভোগ করিতে হইল।

এদিকে নরেন মহোৎসাহে বণ্টননামার মোকদ্দমার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। মোকদ্দমা করিতে হইলে টাকার দরকার; নরেনের হাতে কিন্তু টাকা ছিল না। হাতে টাকা না থাকিলেও টাকার অভাব হইল না। জানকী ঘোষালের চেষ্টায় রাইপুরের জমিদার ত্রিলোচন

সিংহ নরেনের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তিনি বরেন্দ্রনাথের অন্যায় আচরণ শুনিয়া নরেনের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই অন্যায় ও অধর্ম্মের প্রতীকার জন্য তিনি যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে প্রস্তুত। শুনিয়া নরেন আশ্বস্ত হইল।

চিরশত্রু ত্রিলোচন সিংহ নরেনের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে শুনিয়া বরেন্দ্রনাথ চিন্তিত হইলেন; তিনি লোক লাগাইয়া নরেন্দ্রনাথকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার নিযুক্ত লোকেরা নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতে গিয়া নরেনের হৃদয়ে এমনই উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়া দিতে লাগিল যে, তাহাতে নরেনের শান্ত হইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কনিষ্ঠের পরিণাম চিন্তা করিয়া বরেন্দ্রনাথ বিমর্ষ হইলেন। জ্যেষ্ঠের বিমর্ষভাব দেখিয়াও নরেন কিন্তু দমিল না, তৎকৃত কঠোর ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইল।

সেদিন নরেন সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে বসিয়া মোকদ্দমাসংক্রান্ত কতকগুলা কাগজ দেখিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে মহামায়া ডাকিল, "ঠাকুরপো।"

চমকিত হইয়া নরেন ফিরিয়া চাহিল। মহামায়া খুব কাছে আসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "ওগুলা কি? মোকদ্দমার কাগজ বুঝি?"

নরেন চুপ করিয়া রহিল। মহামায়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আর কাজ নাই তো, ভায়ে ভায়ে মোকদ্দমা বাধিয়ে মস্ত একটা কাজ নিয়ে বসেছ।"

নরেন মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া নিরুত্তরে রহিল। মহামায়া বলিল, "তোমার আর কষ্ট ক'রে ওগুলো দেখ্‌বার দরকার নাই।"

মুখ ফিরাইয়া নরেন গম্ভীরভাবেই সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হুঁ।"

মহামায়া বলিল, "হুঁ নয় ঠাকুরপো, তুমি কি মনে করেছ, ইচ্ছা করলেই ঠাকুরের এত কষ্টের বিষয়টা উড়িয়ে দেবে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নরেন বলিল. "সে ইচ্ছা আমার একটুও নাই।"

মহামায়া বলিল, "তোমার না থাক্‌লেও পাঁচজনের সে ইচ্ছা খুব আছে।"

উত্তরে নরেন একটা তীব্র ভ্রূকুটী করিল মাত্র। মহামায়া সহাস্তে বলিল, "কিন্তু পাঁচ জনের সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে না ঠাকুরপো।"

তাচ্ছীল্যের সহিত নরেন উত্তর করিল, "দেখা যাবে।"

সহসা মহামায়ার মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল; সে মুখখানাকে ক্রোধ-গম্ভীর করিয়া বলিল, "কি দেখ্‌বে তুমি? ভায়ে ভায়ে মোকদ্দমা ক'রে জমিদারী ভাগ ক'রে নেবে? সেদিনকার ছেলে তুমি, আমি এসে তোমাকে নেংটো দেখেছি, সেই তোমার এত স্পর্দ্ধা? বড় ভায়ের অপমান করবে, ভাই ভাই আলাদা হবে, মোকদ্দমা ক'রে বিষয় ওড়াবে, আমাকে এই রকম তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করবে, কেন, তুমি কি মনে করেছ বল তো?"

নরেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত। এ কি, এ যে সেই আট দশ বছর আগেকার বৌদি, যে বৌদি একটু অন্যায় দেখলেই কাণ ধরিয়া শাসন করিত, যাহার কঠোর আহ্বান শুনিলে নরেনের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, আবার ক্ষণ পরেই যাহার আদরে সে গলিয়া যাইত। আজ এত দিন পরে মহামায়ার সে মূর্ত্তি দেখিয়া নরেন শিহরিয়া উঠিল।

মহামায়া তাহার মুখের উপর ক্রোধরুক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অধিকতর তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কি ভেবেছ তুমি? মাথার উপর শাসনকর্ত্তা নাই ব'লে তুমি যা ইচ্ছা তাই করবে? এখন তোমার কাণ ধ'রে শাসন

করবার বয়স নাই ব'লে কি মনে করেছ, আমার সাক্ষাতে তুমি এই অন্যায় অত্যাচারগুলা স্বচ্ছন্দে ক'রে যাবে।"

নরেনের মাথাটা ক্রমেই নীচু হইয়া পড়িতে লাগিল। মহামায়া কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শোন ঠাকুরপো, বিষয় নিয়ে মামলা মোকদ্দমা চল্‌বে না, জমিদারীর ভাগও হবে না। আমরা এবাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্চি। ভাগাভাগির আর দরকার নাই।"

সবিস্ময়ে নরেন বলিয়া উঠিল, "চলে যাচ্চো ?"

মহামায়া সহাস্যে বলিল, "সেটা এতই অসম্ভব নাকি ? ভায়ে ভায়ে ভাগাভাগির চেয়ে এটা আদৌ অসম্ভব নয়। আর তোমার কাছে অসম্ভব মনে হ'লেও তোমার দাদার কাছে ঠিক তা নয়। বিষয়ের উপর যখন তোমার এতটা মমতা, তখন তুমি বিষয় নিয়ে থাক, আমরা এখান হ'তে সরে যাই। শুধু যাচ্চি না, তোমার দাদা তোমার নামে সমস্ত বিষয় লেখাপড়া ক'রে দিয়ে যাবেন। তুমি শুধু মাস মাস আমাদের পঞ্চাশটা ক'রে টাকা দিও। কেমন, এতে তোমার মত আছে ?"

নরেন কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিল না ; মতামত প্রকাশ করিবার সামর্থ্যও তাহার তখন ছিল না ; মহামায়ার অসম্ভব প্রস্তাবটা তাহার বুকের ভিতর একটা নূতন চিন্তার তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছিল। সে নীরবে নতমস্তকে বসিয়া রহিল। মহামায়া বলিল, "মত তোমায় কত্তেই হবে ঠাকুরপো, তোমার দাদার প্রতিজ্ঞা, প্রাণ থাক্‌তে জমিদারী ভাগ হ'তে দেবেন না। কাজেই এ ছাড়া এখন আর উপায় নাই। দু'চার দিনের মধ্যেই লেখাপড়া শেষ ক'রে দিয়ে তিনি বাড়ী ছেড়ে যাবেন।

কল্‌কাতায় একটা ছোট-খাটো বাড়ী ভাড়ার জন্য তিনি এক বন্ধুকে লিখে দিয়েছেন।”

বলিয়া মহামায়া হাত বাড়াইয়া নরেনের সম্মুখস্থিত কাগজগুলা লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তারপর নরেনের উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই ধীর গম্ভীর পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বৌদির শাসনের গুরুত্ব অনুভব করিয়া নরেন স্থির নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই নরেন কলিকাতা যাত্রা করিল। যাইবার সময় মহামায়াকে বলিয়া গেল, “কল্‌কাতা হ’তে ফিরে এসে তোমার কথার উত্তর দেব, বৌদি।”

নরেন কিন্তু নিজে উত্তর দিতে আসিল না; দিন দুই পরে বরেন্দ্রনাথের নামে একখানা পত্র আসিল। পত্রে নরেন জ্যেষ্ঠের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছে, “আমার জন্য আপনাদের দেশত্যাগী হ’তে হবে না, আমিই দেশত্যাগ করলাম। বিষয়ের ভাগ নেবার জন্য আর কোনদিন আপনার কাছে যাব না একথা আমি শপথ ক’রে বল্‌ছি। অবাধ্য কনিষ্ঠকে মার্জ্জনা করবেন।”

ইহার পর প্রায় দুই বৎসর নরেন দেশে আসিল না। পর বৎসর জমিদার-বাড়ীতে পুনরায় বাসন্তী পূজা হইল, কিন্তু পূজার সময় গরীব দুঃখীরা ছোটবাবুকে দেখিতে না পাইয়া ক্ষুন্ন হইল। সে বৎসর পূজার তিন দিন সন্ধ্যার পর পূজাবাড়ীতে কন্‌সার্ট বাজিল না, যাত্রার আসর তেমন মনোমত সাজান হইল না। বরেন্দ্রনাথের মনটাও খুব ভার হইয়া রহিল। কেহ ছোটবাবুর না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিরক্তির সহিত উত্তর দিতেন, “জানি না।”

আশ্বিনমাসে পূজার ছুটীর সময় মহামায়া স্বামীকে জেদ করিয়া

বলিল, "ছেলে মানুষ রাগ ক'রে গিয়েছে ব'লে কি তাকে আন্‌তে হবে না? যেমন ক'রে হোক তাকে এই ছুটীতে নিয়ে এস।"

বরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "ছেলে মানুষ হ'লে জোর ক'রে নিয়ে আস্‌তাম। বুড়ো হ'লে নিজেই বুঝে আস্‌তো। কিন্তু সে দু'য়ের বা'র।"

মহামায়া বলিল, "তা আমি জানি না; তোমরা না পার, আমি নিজে তাকে আন্‌তে যাব।"

অগত্যা বরেন্দ্রনাথ ভ্রাতাকে আনিবার জন্য গোমস্তা শিবু সরকারকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনদিন পরে শিবু ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, ছোটবাবু কলিকাতায় নাই, পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছেন। শুনিয়া মহামায়াকে নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু সে স্বামীকে ধরিয়া বসিল, "চল না, আমরাও দিনকতক পশ্চিমে ঘুরে আসি। তোমারও তো শরীর খারাপ, ডাক্তার কতবার পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে বল্‌ছে।"

ঈষৎ হাসিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শুধু ডাক্তারে কেন, তুমিও তো বল্‌চো, কিন্তু আমি যে যেতে পাচ্চি না।"

মহামায়া জোর করিয়া বলিলেন, "এবার কিন্তু তোমায় যেতেই হবে। বিষয় আগে, না শরীর আগে।"

শরীরকে উপেক্ষা করিলেও বরেন্দ্রনাথ পত্নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে পশ্চিমযাত্রার আয়োজন করিতে হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "এবারকার পূজার ছুটীটা কোথায় কাটাবেন নরেনবাবু ?"

নরেন বলিল, "যেখানে হোক, এক জায়গায় কেটেই যাবে।"

ললিতা বলিল, "তবু একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করা তো দরকার।"

সহাস্যে নরেন বলিল, "কিছুমাত্র না। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

চায়ের কাপটা নামাইয়া রাখিয়া ভূপেন বলিল, "হৃষীকেশের হাতে যদি চাবুক থাক্‌তো, তা হ'লে চাবুকের চোটে তিনি ভটচাজ্জি মশায়কে বর্দ্ধমান জেলার দিকে রওনা হ'তে বাধ্য কত্তেন।"

নরেন হাসিয়া উঠিল; বলিল, "চাবুক বেশ ভাল রকমই আছে ভূপিদা। আর সেই চাবুকের চোটেই ও-দিক্‌টা পর্য্যন্ত ত্যাগ কত্তে হ'য়েছে।"

ভূপেন বলিল, "সেটা চাবুকের গুণে নয়, নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার গুণে।"

মাথা নাড়িয়া নরেন বলিল, "ঐটাই যে মস্ত চাবুক ভূপিদা, তা নইলে নরেন্দ্রনাথের মত বুদ্ধিমান্ ছোক্‌রার ঘাড়ে এমন খেয়ালটা চেপে বস্‌বে কেন। অনুকূলদা বলে—এসব কর্ম্মফল; জীবমাত্রেই কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ।"

ললিতা সহাস্যে বলিল, "আর সেই সূতার খেইটা আছে বুঝি হৃষীকেশের হাতে ?"

নরেন বলিল, "নিশ্চয়। তিনি যখন যেদিকে টান দিচ্চেন সেই দিকেই ছুট্‌তে হচ্চে।"

ভূপেন বলিল, "সৌভাগ্যের বিষয়, সুতাটা এমনই শক্ত যে, এত টানাটানিতেও তা ছেঁড়ে না।"

নরেন গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "ছিঁড়বার যো কি। একি তোমার ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের নম্বরী সুতা যে একটু টান সইবে না। এ মানব-জ্ঞানাতীত অদৃশ্য কলে অদৃশ্য হস্তে প্রস্তুত কর্ম্মসূত্র। সারা জগৎটা এই অদৃশ্য সুতায় বাঁধা।"

ললিতা বলিল, "চমৎকার সুতা বটে। আচ্ছা, মনে করুন নরেন বাবু, আপনি ঠিক ক'রে আছেন, ছুটীর দিন কয়টা মেসের অন্নধ্বংস ক'রেই কাটিয়ে দেবেন, কিন্তু হঠাৎ সুতায় টান পড়লো আগ্রা হ'তে।"

নরেন বলিল, "তৎক্ষণাৎ ই আই রেলের টাইম-টেবল নিয়ে ব্যস্ত হ'তে হবে।"

ললিতা হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেশ কথা, তা হ'লে ঠিক রইল, রবিবার সন্ধ্যার পুরী এক্সপ্রেসে সুতাটা আপনাকে পুরীর দিকে টেনে নিয়ে যাবে।"

নরেনও হাসিয়া উত্তর করিল, "উত্তম, আমিও বিনা আপত্তিতে সুবোধ বালকের মত এক্সপ্রেসে গিয়ে উঠ্‌বো।"

ভূপেন মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "তুইও যেমন ললি, ও আবার যাবে না? দেশ ভ্রমণ, আর সেই সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন! কি হে, রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা—"

নরেন হাসিয়া বলিল, "আশ্বিন মাসে তুমি আবার রথ কোথায়

পেলে ভূপিদা? তা পুনর্জ্জন্ম খণ্ডন না হোক, ছুটীর অলস দিনগুলার নিরানন্দটা খণ্ডে যাবে তো? সেটাও খুব কম লাভ নয়।"

বলিয়া নরেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া হার্ম্মোনিয়মের কাছে গিয়া বসিল, এবং হার্ম্মোনিয়ম খুলিয়া গান ধরিল,—

"আমার খেটে খেটে খেটে জন্ম গেল কেটে,
তবু তো এ ছার খাটা না ফুরায়;
আমায় লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার—"

চম্পটী সাহেব ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "গুড্ ইভ্নিং।"

ভূপেন তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি মিঃ চম্পটী?"

চম্পটী সাহেব রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সংবাদ শুভ। অনেক কষ্টে সেকেণ্ড ক্লাসের একটা কামরা রিজার্ভ পাওয়া গিয়েছে।"

ভূপেন বলিল. "রিজার্ভ না হ'লেও বোধ হয় ক্ষতি ছিল না।"

তিরস্কারের স্বরে চম্পটী সাহেব বলিলেন, "ক্ষতি ছিল না? তুমি বল কি হে ভূপেন? তুমি কি ধারণা কত্তে পাচ্চো কি রকম ভিড় হবে? সেই ভিড়ে ললিতাকে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব?"

ভূপেন বলিল, "এক্সপ্রেসে ভিড় হয়, প্যাসেঞ্জারে গেলেও চল্‌তো।"

তাহার মুখের উপর যেন রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "প্যাসেঞ্জারে? এ্যাবাউট টোয়েন্টিফোর আওয়ার্স? এই ক'টা টাকার মমতায় কষ্টের ভাগ কতটা বেশী হবে বল দেখি।"

এ কথাটা ভূপেন অস্বীকার করিতে পারিল না; সুতরাং চম্পটী সাহেবের কাজটাকে ভাল বলিয়াই অনুমোদন করিতে হইল। ললিতা বলিল, "সৌভাগ্যক্রমে আমরা আর একজন সঙ্গী পেয়েছি

মিঃ চম্পটী, নরেন বাবু অনুগ্রহ ক'রে আমাদের সঙ্গী হ'তে রাজি হ'য়েছেন।"

চম্পটী সাহেবের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্তিতে যেন বিকৃত হইয়া আসিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া ম্লান হাস্যের সহিত বলিলেন, "এজন্য আমি নরেনবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কচ্চি।"

কিন্তু তাঁহার এই ধন্যবাদের ভিতর দিয়া আন্তরিক আনন্দ যে একটুও ফুটিয়া উঠিল না, তাহা নরেন ও ললিতার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। একটু থামিয়া চম্পটী সাহেব সহসা যেন উদ্বুদ্ধভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু একটা বিষয়ে বড়ই গোলযোগ বাধ্‌চে, মাত্র তিন জনের জন্যই গাড়ী রিজার্ভ হ'য়েছে।"

ললিতা বলিল, "তিনকে চার করা খুব কঠিন কাজ নয়।"

জুতার আগাটা মেজের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে চম্পটী সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "খুব সোজাও নয়। তা হ'লে আবার গিয়ে নূতন—"

নরেন ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, তাতে আর কাজ নাই। আমি স্বতন্ত্র গাড়ীতেই যেতে পারবো।"

চিন্তিতভাবে চম্পটী সাহেব বলিলেন, "কিন্তু সেটা—অথচ গাড়ীর যে রকম অভাব, তাতে দ্বিতীয় বন্দোবস্ত হবে কি না—"

ললিত বলিল, "তা হ'লে এক কাজ করা যাক, গাড়ী রিজার্ভ ক'রবার দরকার নাই। অমনিই সকলে এক গাড়ীতে যাওয়া যাবে।"

বিমর্ষমুখে চম্পটী সাহেব বলিলেন, "সেটা সম্ভব হ'তে পারতো যদি এটা পূজার ছুটী না হ'য়ে অন্য সময় হ'তো। এ সময়ে, সকলে কি বল্‌ছেন, বিনা রিজার্ভে এক জনে একখানা গাড়ীতে স্থান পেলে হয়।"

ললিতা বলিল, "তা হ'লে নরেন বাবুই বা স্বতন্ত্র গাড়ীতে যাবেন কি ক'রে ?"

নরেন হাসিয়া বলিল, "সে জন্য আপনার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। আমি সেকেণ্ড ক্লাসে না হয় ইণ্টার ক্লাসে, তাও না হয়, অন্ততঃ থার্ড ক্লাসেও একটু জায়গা ক'রে নিতে পারবো।"

ললিতা মুখ ঘুরাইয়া আবদারের স্বরে বলিল, "না না, তাও কি হয় ? তা হ'লে রাস্তার আমোদটা যে সব মাটী হবে।"

তখন ভূপেন তাহাকে বুঝাইয়া দিল, এসময়ে গাড়ীতে যেরূপ স্থানাভাব, তাহাতে পুনরায় রিজার্ভের বন্দোবস্ত করিতে গেলে গাড়ী পাওয়া যাইবে কি না তাহা সন্দেহের স্থল, এবং না পাওয়া গেলে পূরা আমোদটাই মাটী হইবে। এ-ক্ষেত্রে 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' এই প্রাচীন নীতির অনুসরণে পথের আমোদটা বাদ দিলেও যদি অবশিষ্ট আমোদটা বজায় থাকে তাহাই যথেষ্ট জ্ঞান করা উচিত। আর নরেনকে সারা পথ যে একাই যাইতে হবে এমন কোন কথা নাই, সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া মিলিত হইতে পারিবে।

অগত্যা ললিতাকে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হইল, এবং নরেনকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া দিল। নরেন তাহাতে স্বীকৃতি জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সে চলিয়া গেলে ভূপেনের সহিত চম্পটী সাহেবের যাত্রা-সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ হইল। চম্পটী সাহেব বলিলেন, "তুমি ইংরাজের দোকান হ'তে একটা সুট্ আনিয়ে নাও ভূপেন। অনেকে আজকাল সাহেবী ড্রেসের নিন্দা করে, কিন্তু তারা জানে না, পথে-ঘাটে এটা কত উপকারে আসে।"

তখন দেখ্‌বে, তোমার ধুতি-চাদরের চেয়ে এতে কত সুবিধা, কত সম্মান পাওয়া যায়। হ্যাট্-কোট্ দেখ্‌লে পুলিশ পর্য্যন্ত পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।"

চম্পটী সাহেব হাসিয়া উঠিলেন, ভূপেনও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অতঃপর চম্পটী সাহেব প্রস্থানোদ্যত হইলে ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোন্ দিকে যাবে?"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "চৌরঙ্গীর দিকে। কতকগুলো জিনিষ কেন্‌বার দরকার আছে।"

ভূপেন বলিল, "আমাকেও একবার চাঁদনীর দিকে যেতে হবে। বাইরে তোমার গাড়ী আছে তো?"

চম্পটী বলিলেন, "হাঁ, মোটর আছে।"

ভূপেন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে গেল। ললিতা জানালার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "আমি চেষ্টা করবো, যাতে চার জনের মত গাড়ী রিজার্ভ কত্তে পারি।"

ললিতা মুখ ফিরাইয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, আপনাকে আর কষ্ট কত্তে হবে না, তিনি আলাদা গাড়ীতেই যাবেন।"

বলিয়াই সে পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। চম্পটী সাহেব চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর ভূপেন কাপড় ছাড়িয়া আসিলে টুপীটা তুলিয়া লইয়া ধীর-গম্ভীরভাবে বাহির হইয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুরী এক্সপ্রেস খানা পুরীগামী যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া খড়্গপুর ষ্টেশনে গিয়া দাঁড়াইতেই ভূপেন নামিয়া অদূরবর্ত্তী ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ললিতা জানালার কাছে সরিয়া আসিয়া মুখ বাড়াইয়া আলোক-সমুজ্জ্বল ষ্টেশনের জনতার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চম্পটী সাহেব এতক্ষণ বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন, এক্ষণে সজাগ হইয়া ললিতার দিকে একটু সরিয়া আসিলেন, এবং এটা কোন্ ষ্টেশন, এখান হইতে কোন্ দিকে কোন্ লাইন বাহির হইয়াছে, কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব কত, টাইমটেবল্ খুলিয়া ললিতাকে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ললিতা বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহার কথায় সায় দিতে থাকিল।

সহসা মিলিটারী পোষাক পরা এক ইংরাজ আসিয়া দরজার হাতল ধরিল, এবং চম্পটী সাহেবের মুখ হইতে নিষেধ-বাক্য উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই দরজা খুলিয়া ভিতরে আসিয়া সম্মুখের বেঞ্চিখানা অধিকার করিল। তাহার আগমনে ললিতা যেন একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। চম্পটী সাহেব ক্ষণকাল হতবুদ্ধির ন্যায় আগন্তুক ইংরাজের দীর্ঘ গুম্ফ-শোভিত কঠোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটু সোজা হইয়া বসিয়া ধীর-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "গাড়ীতে প্রবেশ করবার আগে তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, রিজার্ভ গাড়ীতে অন্যের প্রবেশাধিকার নাই।"

ইংরাজ সদন্তে উত্তর করিল, "গাড়ীতে যখন যথেষ্ট স্থান আছে, তখন সে বিবেচনা করা আমি প্রয়োজন বোধ করি না।"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "কিন্তু এখনি ষ্টেশন-মাষ্টার এসে তোমাকে সে-সম্বন্ধে বিবেচনা কত্তে বাধ্য করবেন।"

জিহ্বা ও তালু-সংযোগে একটা অবজ্ঞাসূচক অস্ফুট শব্দ করিয়া ইংরাজ বলিল, "ষ্টেশন-মাষ্টার তোমার মত অর্ব্বাচীন নয়।"

রাগে চম্পটী সাহেবের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; তাঁহার ইচ্ছা হইল, এই অসভ্য লোকটাকে গলাধাক্কা দিয়া গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দেন; কিন্তু লোকটার বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ তাঁহাকে সে-ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত করিল। তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তুমি এই মুহূর্ত্তে এগাড়ী হ'তে চলে যাও।"

তাঁহার সে গর্জ্জনে আগন্তুক কিন্তু কিছুমাত্র ভীত হইল না। সে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "ইয়ংম্যান, আশা করি, বৃথা চীৎকার ক'রে তুমি তোমার এই সুন্দরী সঙ্গিনীর নিকট নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে না।"

বলিয়া ইংরাজ বেশ জাঁকিয়া বসিয়া ললিতার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। চম্পটী সাহেব ক্রোধে দন্ত দ্বারা অধর দংশন করিলেন। একবার ভাবিলেন, নামিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে যাই। কিন্তু ললিতাকে একা ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। ললিতাকে সঙ্গে লইয়াও নামিয়া যাওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না; কেননা গাড়ীতে জিনিষপত্র সব রহিয়াছে। অগত্যা তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া, শেষে উঠিয়া দরজার নিকট গেলেন, এবং দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিলেন, "পোলিস্!"

ইংরাজ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার সে বিকট হাস্যধ্বনিতে ভীত হইয়া ললিতা অস্ফুট চীৎকার করিল। কিন্তু ইংরাজ তাহাতে

ভ্রূক্ষেপ করিল না, সে চম্পটী সাহেবের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া ভিতরের দিকে টানিতে টানিতে বলিল, "তুমি একটী আস্ত নির্ব্বোধ। যাও, নিজের স্থানে গিয়ে চুপ ক'রে বসো।"

ক্রোধে আত্মহারা হইয়া চম্পটী সাহেব অপর হাতে ঘুঁসী তুলিলেন। কিন্তু তাহা ইংরাজের অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সে সেই হাতটাও চাপিয়া ধরিল। চম্পটী সাহেব ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি, তুমি একজন ভদ্রলোকের গাত্র স্পর্শ কর? জান, আমি তোমার নামে ডিফামেশন স্যুট্ আন্‌তে পারি।"

ইংরাজ হাসিয়া বলিল, "দুঃখের বিষয়, এটা কোর্ট নয়—রেলগাড়ী, এবং এখানে এই সুন্দরী ছাড়া অন্য বিচারক নাই।"

বলিয়া সে ললিতার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চম্পটী সাহেব প্রাণপণে আপনার হাত টানিলেন, সে টানে ইংরাজের শিথিল মুষ্টিবদ্ধ হইতে তাঁহার হাত দুইটা মুক্ত হইয়া আসিল বটে, কিন্তু নিজের আকর্ষণের বেগ নিজেই সাম্‌লাইতে না পারিয়া পিছনের বেঞ্চির উপর পড়িয়া গেলেন। ললিতা অস্ফুট-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। এমন সময় ব্যস্তভাবে দরজা ঠেলিয়া নরেন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে ভূপেন আসিয়া দাঁড়াইল।

চম্পটী সাহেব তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুলিশ ডাকিতে উদ্যত হইয়াছেন। নরেন আগন্তুক ইংরাজের দিকে একবার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চম্পটী সাহেবকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল, এবং চম্পটী সাহেব সংক্ষেপে তাহাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে সে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ইংরাজের দিকে ফিরিয়া বজ্রগম্ভীর-স্বরে আদেশ করিল, "যাও।"

বলিয়া সে দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। ইংরাজ তখন পাইপ্‌টা তামাকে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতেছিল; সে মুখ তুলিয়া একবার নরেনের জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে চাহিল, তারপর মুখ নীচু করিয়া দেশালাই জ্বালিতে উদ্যত হইল। নরেন তাহার পাইপ-সমেত হাতটা ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া পুনরায় কঠোর-স্বরে বলিল, "যাও।"

ইংরাজ আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং নরেনের মুখের উপর একটা ক্রোধ-তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নামিয়া গেল। নামিতে নামিতে বলিল, "ইংরাজকে এরূপে অপমান করার ফল কি তা অনুভব কত্তে বিলম্ব হবে না।"

নরেন মুখ বাড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তুমি ইংরাজ জাতির কলঙ্ক।"

ইংরাজটা চলিয়া গেলে ললিতা আশ্বস্ত হইয়া নরেনকে লক্ষ্য করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-কণ্ঠে বলিল, "ভাগ্যে আপনি এসে পড়লেন নরেন বাবু, তা নইলে—"

নরেন হাসিয়া বলিল, "তা নইলে আর হ'তো কি? মিষ্টার চম্পটী কি সহজে ওকে ছেড়ে দিতেন?"

চম্পটী সাহেব কলার নেক্‌টাইগুলাকে ঠিক করিয়া লইতে লইতে বললেন, "এত বড় একটা ষ্টেশন, কিন্তু একটা পুলিস নাই, একজন রেলওয়ে-সার্জ্জেণ্টের দেখা নাই। ক্যাল্‌কাটায় ফিরে রেলওয়ে-কর্ম্মচারী-দের এই অমনোযোগিতা-সম্বন্ধে ইংলিশম্যানে লিখ্‌তে হবে।"

সহাস্যে নরেন বলিল, "রেলওয়ে-কর্ম্মচারীদের দোষ কি মিষ্টার চম্পটী? তারা তো প্রত্যেক লোকের পিছনে পাহারা দিতে পারে না। আর সকল সময়ে পরের ক্ষমতার উপর নির্ভর করলেও চলে না,

নিজেকেও এক-আধটু সাহস বা ক্ষমতা দেখাতে হয়। শুধু 'বলং বলং দৈববলং' না ক'রে 'বলং বলং বাহুবলং' দেখান দরকার।"

ললিতা কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিল; চম্পটী সাহেব বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিলেন। ভূপেন তখন চম্পটী সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে নরেনকে বলিল, "তোমার মত গোঁয়ারগোবিন্দ যারা, তারাই বাহুবলটাকেই মস্ত বল মনে করে। মনে কর, ঐ অসুরের মত জোয়ান সাহেবটা যদি তোমার উপর রুখে দাঁড়াত, তা হ'লে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত বল দেখি?"

নরেন হাসিয়া বলিল, "যেখানেই গিয়ে দাঁড়াক্, তাতে প্রহসনের অভিনয় আদৌ হ'তো না, একটা আস্ত ড্রামা হ'য়ে যেতো। কিন্তু গোল যত ঐ রুখে দাঁড়ান নিয়ে ভূপিদা, চেহারাটা প্রকাণ্ড হ'লেই রুখে দাঁড়ান যায় না, মনের তেজটা প্রকাণ্ড হওয়া চাই।"

এমন সময় পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ ও ট্রেণের গার্ড্ আসিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা কিছু শোনা না গেলেও কথার সঙ্গে সঙ্গে বারবার এই গাড়ীর দিকে লক্ষ্য করিতে দেখিয়া সহজেই বুঝা গেল, অবমানিত ইংরাজ বীর গার্ডের নিকট স্বীয় অভিযোগ জ্ঞাপন করিতেছেন। দেখিয়া নরেন অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "দাঁড়াও, বেটার নামে পাল্টা নালিশ কচ্চি।" বলিয়া সে গাড়ী হইতে নামিতে গেল। ভূপেন বাধা দিয়া বলিল, "দরকার কি?"

ললিতাও ইহাতে আপত্তি জানাইল, সুতরাং নরেন নামিতে পারিল না। নামিবার প্রয়োজনও হইল না; অল্পক্ষণ পরেই পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ ও গার্ড্ উভয়ে উভয় দিকে চলিয়া গেল। নরেন বলিল, "চলে গেল যে?"

ভূপেন বলিল, "গার্ড সাহেব বোধ হয় বুঝিয়ে দিলে যে, রিজার্ভ গাড়ীতে অপরের প্রবেশাধিকার নাই।"

চম্পটী সাহেব এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়াছিলেন। এক্ষণে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, সাহেবটার নাম জেনে লওয়া হ'লো না।"

সহাস্যে নরেন বলিল, "বলেন তো এখনো গিয়ে জেনে আসতে পারি। কিন্তু ও বেচারাকে আর আদালত পর্য্যন্ত টানাটানি না ক'রে ক্ষমা ক'রে ফেলুন মিষ্টার চম্পটী, ক্ষমাতেই মহতের মহত্ব প্রকাশ পায়।"

বলিয়াই নরেন মুখ টিপিয়া এমন একটু শ্লেষের হাসি হাসিল, যাহাতে চম্পটী সাহেবের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। তিনি নিঃশব্দে শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা বাজিল। নরেন তখন নিজের গাড়ীতে যাইবার জন্য উদ্যত হইল; কিন্তু ললিতা তাহাকে যাইতে দিতে চাহিল না, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা চাপিয়া দাঁড়াইয়া মিনতির সহিত বলিল, "দোহাই নরেন বাবু, আপনি এই গাড়ীতেই থাকুন।"

তাহার ভয় দেখিয়া নরেন হাসিয়া উঠিল। ভূপেন বলিল, "সেই ভাল নরেন, রাতটা এইখানেই থাক, সকালে তখন নিজের গাড়ীতে যাবে।"

অগত্যা নরেনকে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হইল। এদিকে চম্পটী সাহেব তখন শয়নের উদ্যোগ করিয়া জলপানের জন্য গ্লাস খুঁজিতে-ছিলেন। কিন্তু ব্যাগের সমস্ত জিনিষ ওলট্-পালট্ করিয়াও গ্লাস পাই-লেন না। ভূপেনও নিজের ব্যাগ খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু গ্লাস কোথাও নাই। ললিতা বলিল, "বোধ হয়, বড় বস্তার সঙ্গে আছে।"

কিন্তু সে বস্তা ব্রেক্‌ভ্যানে। চম্পটী সাহেবকে বিপন্ন দেখিয়া নরেন বলিল, "আমার কাছে গ্লাস আছে, এনে দিচ্ছি।"

বলিয়া সে গাড়ী হইতে নামিয়া নিজের গাড়ীর উদ্দেশে চলিল। তখন দ্বিতীয় ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নরেন একটু তাড়াতাড়ি চলিল। কিন্তু রাত্রিতে নিজের গাড়ীটা সহজে চিনিয়া লইতে পারিল না। খানিকটা এদিক-ওদিক খুঁজিয়া শেষে গাড়ী পাইল, এবং তাহাতে উঠিয়া ব্যাগ খুলিয়া গ্লাস লইয়া বাহিরে আসিল। গাড়ী হইতে নামিবা-মাত্র তৃতীয় ঘণ্টা পড়িয়া গেল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। নরেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। এবারেও গাড়ী চিনিয়া লইতে একটু বিলম্ব হইল। যখন চিনিতে পারিল, তখন ট্রেণ অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। নরেন লাফাইয়া গাড়ীতে উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না; জনৈক রেল-কর্মচারী আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। ভূপেন জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, "কণ্টাইরোডে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।"

গাড়ী প্লাটফর্ম্মের বাহির হইয়া গেল। নরেন গতিশীল ট্রেণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ী কণ্টাইরোডে গিয়া দাঁড়াইলে ভূপেন শুধু হাতব্যাগটা লইয়া ট্রেণ হইতে অবতরণ করিল। সে প্লাটফর্ম্মে নামিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই ললিতা ব্যস্তভাবে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। ভূপেন তাহার দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তোমার নাম্‌বার কোন দরকার ছিল না ললি।"

ললিতা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া চঞ্চল দৃষ্টিতে ওয়েটিংরুমের অন্বেষণ করিতে লাগিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল; চম্পটী সাহেব হতবুদ্ধির ন্যায় গাড়ীর মধ্যে একা বসিয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

"কি সুন্দর, কি মহান্ দৃশ্য !"

সায়াহ্ন-সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মিতে বিস্তৃত সৈকতভূমি রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল; চঞ্চল তরঙ্গরাজি আসিয়া ক্রীড়ারত শিশুর ন্যায় তাহার উপর লুটাইয়া পড়িতেছিল, আবার চঞ্চল শিশুর মতই তাড়াতাড়ি পিছনে সরিয়া যাইতেছিল। মুহূর্ত্ত পরেই আবার ছুটিয়া আসিয়া কল-কল শব্দে সৈকতবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, আরক্ত সৈকতভূমিতে শুভ্র ফেন-পুষ্প ছড়াইয়া দিয়া আবার পশ্চাতে ছুটিয়া পলাইতেছিল। দূরে নীলাম্বুরাশি নীলাকাশের প্রতিবিম্ব বুকে লইয়া চক্রবালপ্রান্তে নীলাকাশে মিশিয়া সান্ত মানবের অনন্তাভিমুখী ব্যাকুল দৃষ্টির সম্মুখে যেন যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছিল। সেই অনন্তের পথে দৃষ্টি রাখিয়া, অনন্তের সহিত অনন্তের মহামিলন দেখিতে দেখিতে মুগ্ধকণ্ঠে ললিতা বলিয়া উঠিল, "কি সুন্দর, কি মহান্ দৃশ্য !"

পাশেই চম্পটী সাহেব বসিয়া, অদূরে সহচরের সহিত হাস্যালাপে নিমগ্না জনৈক ইংরাজরমণীর বিলাস-চঞ্চল অঙ্গভঙ্গীর প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এবং বিলাতে অবস্থানকালে এইরূপ ইংরাজ-মহিলাকে পরিচারিকারূপে পাইলেও এখানে উহাদের সহিত বাঙ্‌নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত করিবার অধিকারটুকুও যে নাই ইহাই ভাবিয়া এদেশে ইংরাজের অসমদর্শিতার কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে জাতির হৃদয় এই সাগর অপেক্ষা উদার, ঐ আকাশ অপেক্ষা উন্নত ও মহান্, সেই জাতির অন্তরে এতটা সঙ্কীর্ণতা ইহা ভারতের মাটীর গুণ কি না, এবং এই

সঙ্কীর্ণতার ফলে এত বড় জাতিটা আপনার উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে কি না, তাহাই ভাবিয়া ব্যথা অনুভব করিতেছিলেন। সেই সঙ্গে ট্রেণের লজ্জাজনক ব্যাপারটাও স্মৃতি-পথে উদিত হইয়া যে তাঁহার অন্তরকে একটু পীড়িত করিতেছিল না, এবং ইংরাজ-জাতির উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধাটাকেও কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস করিয়া দিতেছিল না এমন কথাও বলা যায় না।

এমন সময় ললিতার উক্তিতে যেন চমকিত হইয়া চম্পটী সাহেব ফিরিয়া চাহিলেন, এবং গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, এর 'ভিউ' (দৃশ্য) নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু এটা 'ওস্যান্' নয়, একটা 'বে' মাত্র। ইণ্ডিয়ান ওস্যানের দৃশ্যের তুলনায় এ দৃশ্য কিছুই নয়। যদি কখন তুমি বিলাত যাও—"

ললিতা বলিল, "তার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু এই সুন্দর দৃশ্য দেখে কি মনে হয় বলুন দেখি, মিষ্টার চম্পটী।"

চম্পটী সোজা হইয়া বসিয়া, মুখে যেন কবিজনোচিত প্রফুল্লতা আনিয়া, গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মনে হয়, চিরদিন এমনই ভাবে এই দৃশ্যের মনোহারিত্বের মধ্যে ব'সে জীবনের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে সার্থক ক'রে নিই।"

মৃদু হাসিয়া ললিতা বলিল, "কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, যিনি এই বিরাট্ বিশাল দৃশ্যের স্রষ্টা, তিনি আরও কত সুন্দর!"

চম্পটী সাহেবের ঠোঁট দুইটা যেন একটু চাপা হাসিতে ফুলিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি হন কে?"

ললিতা তাঁহার মুখের উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উত্তর করিল, "তিনি বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর।"

নিষ্পত্তি

চম্পটী সাহেব উচ্চহাসি হাসিয়া পাঠশালার ছেলেদের মত সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন, "ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। আমরা যাহা করি তিনি তাহা দেখিতে পান, আমরা যাহা বলি—"

ললিতা আরক্তমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ সৃষ্টিকর্ত্তা আছে?"

চম্পটী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আছে, সে নেচার (প্রকৃতি)। নেচারই সৃষ্টির মূল, একথা বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ ক'রে গিয়েছেন; ঈশ্বর ব'লে কোন জিনিষের প্রমাণ তাঁরা পান নাই।"

ললিতা ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তাঁরা প্রমাণ পান নাই ব'লে যে ঈশ্বর নাই একথা বলা ভুল। আর বিজ্ঞানের সকল 'থিওরি' চিরকাল সমান থাকে না।"

চম্পটী বলিলেন, "ছোট খাট দু'একটার অদল বদল হ'লেও বড় বড় থিওরিগুলা প্রায় ঠিক থাকে। যেমন ধর মাধ্যাকর্ষণ।"

ললিতা ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বিজ্ঞানের সকল মতই অভ্রান্ত ব'লে স্বীকার করেন?"

"নিশ্চয়! কারণ আজকাল বিজ্ঞানের বলেই জগৎ চল্‌ছে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতা ঈষৎ ক্ষুব্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে আপনি ঈশ্বর মানেন না?"

একটুও না ভাবিয়া চম্পটী সাহেব উত্তর দিলেন, "কিছুমাত্র না।"

"কেন মানেন না?"

"যে জিনিষ নাই, তাকে মেনে চল্‌বার কোন প্রয়োজন দেখি না।"

"নাই, একথা আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন?"

"কারণ, ঈশ্বর যে আছে তার কোন প্রমাণ পাই না।"

"এই জগৎটাই কি তার প্রমাণ নয়? ঈশ্বর না থাক্‌লে এত বড় জগৎটা এলো কোথা হ'তে? কে একে তৈরী কর্‌লে?"

"নেচার (স্বভাব)।"

"আমি বলি ঈশ্বর।"

"হস্তপদ-শূন্য নামহীন রূপহীন ক্রিয়াশূন্য ঈশ্বরের দ্বারা জগতের সৃষ্টি, একথা বুদ্ধিমানদের কাছে উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"ঈশ্বরের যে হাত-পা নাই, নাম নাই, রূপ নাই, একথা কে বল্‌লে!"

"বড় বড় মুনি-ঋষিরা বলে গিয়েছে। বেদ পুরাণ দর্শন সকলেই তাই বল্‌ছে; হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান সকলেই বলে—ঈশ্বর নিরাকার।"

"কিন্তু আমি বলি তিনি সাকার।"

চম্পটী সাহেব বিস্ময়-বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে ললিতার মুখের দিকে চাহিলেন। ললিতা স্থির সাগরবক্ষের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমার মনে হয়, এই জগৎটাই তাঁর রূপ; জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি বস্তুতেই তাঁর রূপের পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। ফুলের হাসিতে তাঁর হাসি ফুঠে ওঠে, সাগরের গম্ভীর নাদে তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি শোনা যায়, বাতাসে তাঁর স্পর্শ অনুভূত হয়। এই দেখুন মিষ্টার চম্পটী, এই একটা ক্ষুদ্র ঝিনুক, এর মধ্যে কত কারিগরি, কত বর্ণ-বিন্যাস; এসব তাঁরি হাতের কাজ। লাল ডোরা, তার উপর ফিকে সবুজ ডোরা; এ ডোরা কে টেনেছে? নেচার? কক্ষণো না। আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি মিষ্টার চম্পটী, এসব ঈশ্বরের হাত। ঈশ্বর আছেন।"

বিশ্বাসের স্থির জ্যোতিতে ললিতার সমগ্র মুখখানা এমনই সমুজ্জ্বল

হইয়া উঠিল যে, চম্পটী সাহেবের মুগ্ধ দৃষ্টি তাহার এই অস্বাভাবিক দীপ্তিতে সসঙ্কোচে নত হইয়া আসিল। ললিতা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমার অনুরোধ মিষ্টার চম্পটী, আপনি বিশ্বাস করুন ঈশ্বর আছেন।"

সেই গম্ভীরনাদী সাগরসৈকতে আসন্ন সন্ধ্যার স্থির গাম্ভীর্য্যের মধ্যে ললিতার গম্ভীর স্বরটা অনুরোধ হইলেও ঠিক আদেশের মতই চম্পটী সাহেবের কাণে আসিয়া বাজিল। তিনি নিরুত্তরে তরঙ্গায়মান সমুদ্র-বক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেনের সহিত ভূপেন আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে বাসায় চলিল। যাইতে যাইতে ভূপেন প্রস্তাব করিল, আজ চা খাওয়ার পর তাসের আড্ডাটা এইভাবে জমাইয়া তুলিতে হইবে, যেন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাহার অবসান না হয়। চম্পটী সাহেব সানন্দে এ প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া ললিতার মত কি জানিতে চাহিলেন। ললিতারও ইহাতে অসম্মতি হইল না। কিন্তু নরেন বলিল, তাহাকে এক ঘণ্টার জন্য ছুটী দিতে হইবে। ভূপেন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, সে আজ জগন্নাথ দর্শনে যাইবে। শুনিয়া ললিতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আজ হঠাৎ পুণ্য-সঞ্চয়ের দিকে এত আগ্রহ কেন?"

নরেন সহাস্যে উত্তর করিল, "হাতের কাছে যখন এতটা পুণ্য এসেছে, তখন সেটাকে ছেড়ে যাওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য নয় কি?"

ভূপেন বলিল, "সেরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ কত্তে অবশ্য কেউ তোমাকে অনুরোধ করবে না। তবে আজই সে বুদ্ধিটার পরিচয় না দিলে তোমার বুদ্ধিমত্তার সম্বন্ধে কারো সন্দেহ হবে না।"

নরেন বলিল, "কিন্তু 'শুভস্য শীঘ্রং' একথাটা জান তো?"

ললিতা ভূপেনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "নরেন বাবুর এ শুভ ইচ্ছায় বাধা দিয়ে কাজ নাই দাদা, পুণ্য-সঞ্চয়ে বাধা দিলে নাকি পাপ হয়।"

চম্পটী সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু একটা 'আইডল্' (পুতুল) দেখ্‌লে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, এ বিশ্বাসের আমি প্রশংসা কত্তে পারি না।"

নরেন একটু জোর গলায় বলিল, "আপনার বিশ্বাসে অবিশ্বাসে আমার কিছুই আসে যায় না মিষ্টার চম্পটী, এপক্ষে আমার নিজের বিশ্বাসই যথেষ্ট।"

চম্পটী সাহেব নিরুত্তর হইলেন, কিন্তু তাঁহার ভাব দেখিয়া তিনি যে মনে মনে একটু রাগিয়াছেন ইহা বেশ বুঝা গেল। ললিতা ইহা লক্ষ্য করিয়া যেন চম্পটী সাহেবের পক্ষ লইয়াই বলিল, "কিন্তু আমার বোধ হয় নরেন বাবু, আপনার বিশ্বাস এর ঠিক বিপরীত। জগন্নাথ দেখ্‌লে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, আর সেই পুণ্যরূপ টিকিটের জোরে স্বর্গ নামক স্থানে প্রবেশ করা যায়, এমন বিশ্বাস আপনার নাই।"

নরেন হাসিয়া বলিল, "ততটা বিশ্বাস না থাক্‌লেও যে কাঠের পুতলটাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণের মমতা ত্যাগ ক'রে শত শত ক্রোশ দূর হ'তে লোক ছুটে আসে, স্বর্গের জন্য না হ'লেও অন্ততঃ কৌতূহলের জন্যও তাকে দেখা উচিত বোধ করি।"

এ উত্তরে ললিতাকে নিরস্ত হইতে হইল।

বাসায় পৌঁছিলে চা খাওয়ার পর নরেন যখন বাহির হইবার উদ্যোগ করিল, তখন ললিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার যেতে কোন দোষ আছে নরেন বাবু?"

নরেন বিস্ময়ের সহিত একবার ললিতার মুখের দিকে, আ'রবার ভূপেনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ভূপেনও বিস্ময়-সহকারে বলিয়া উঠিল, "তুই ঠাকুর দেখ্‌তে যাবি ললি ?"

ললিতা বলিল, "যদি কোন দোষ না থাকে।"

ভূপেন বলিল, "দোষ একটু নাই কি ?"

ললিতা বলিল, "আমি অবশ্য জগন্নাথের পূজা কত্তে যাচ্চি না। শুধু দেখা—"

চম্পটী সাহেব যেন একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "হিন্দুর দেবতাকে দর্শন করা ব্রাহ্মধর্ম্মে নিষিদ্ধ।"

ললিতা চকিতে তাঁহার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিল। ভূপেন বলিল, "ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন বিধানে এমন নিয়ম আছে কি না তা আমি জানি না। কিন্তু হিন্দুর দেবমন্দিরে তোর প্রবেশের পক্ষে কোন বাধা আছে কি না সেইটাই জানা দরকার।"

নরেন বলিল, "দেব দর্শনে কারো বাধা আছে ব'লে বোধ হয় না।"

চম্পটী বলিলেন, "কিন্তু আমি জানি, হিন্দু ছাড়া আর কারো মন্দিরে ঢুকবার অধিকার নাই। হিন্দুধর্ম্মে দেবতাও এত সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়েছেন যে, অন্য কোন জাতি মন্দিরে প্রবেশ ক'রে দেব দর্শন করলে দেবতা অপবিত্র হ'য়ে যাবেন।"

বলিয়া চম্পটী সাহেব একটু শ্লেষের হাসি হাসিলেন। নরেন ঈষৎ তীব্র কণ্ঠে বলিল, "আপনি ভুল বুঝেচেন মিঃ চম্পটী, অহিন্দুর দর্শনে দেবতা অপবিত্র হন না, দেবমন্দিরই অহিন্দুর স্পর্শে অপবিত্র হয়। পর্ব্বের সময় দেবতা যখন প্রকাশ্য স্থানে বাহির হন, তখন হিন্দু অহিন্দু যে

কোন্ জাতিই তো দেবদর্শন করে। আসল কথা, যে ভক্ত, ধর্ম্মে যার আস্থা আছে, সে ছাড়া অপরের দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই। আর অবিশ্বাস বা অনাস্থা নিয়ে তার সেখানে প্রবেশও নিরর্থক। হিন্দুর দেবতা হিন্দুর প্রাণের জিনিষ; সে জিনিষকে হিন্দু গর্ব্বের সমক্ষে, অশ্রদ্ধার সমক্ষে খাড়া হ'তে দেয় না। এই জন্যই কেবল অহিন্দু কেন, হিন্দুরও জুতা মোজা প্রভৃতি গর্ব্বের চিহ্ন নিয়ে দেবমন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই।"

ঈষৎ হাসিয়া ললিতা বলিল, "আপনার ভয় নাই নরেন বাবু, আমি জুতা মোজা নিয়ে যাব না।"

চম্পটী সাহেব ভ্রূকুটী করিলেন। ললিতা তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই একখানা লাল পেড়ে সাড়ী পরিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ভূপেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "চমৎকার! ললি একেবারে খাঁটি হিন্দু গৃহস্থের মেয়ে সেজেছে।"

ললিতা সলজ্জভাবে নরেনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আসুন নরেন বাবু, সাতটা বাজে।"

নরেন উঠিল, এবং চম্পটীর দিকে একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ললিতার সহিত বাহির হইয়া গেল। চম্পটী সাহেব মুখখানাকে আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ভূপেন তাঁহার এই গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া ধীর শান্ত স্বরে বলিল, "ললি এখনো বালিকা, তার সকল ত্রুটীই আমাদের কাছে মার্জ্জনীয় মিষ্টার চম্পটী।"

রোষগম্ভীর স্বরে চম্পটী বলিলেন, "বালিকার ত্রুটী মার্জ্জনীয় হ'লেও তোমার এই অনবধানতা কিছুতেই মার্জ্জনা করা যায় না।"

ভূপেন হাসিয়া বলিল, "সেজন্য আমি একটুও চিন্তিত নই মিষ্টার চম্পটী। এই মাতৃপিতৃহীনা স্নেহবঞ্চিতা বালিকার জন্য আমি সকল দণ্ডই মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছি।"

বিজ্ঞোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত চম্পটী বলিলেন, "কিন্তু তোমার এই অন্ধ স্নেহ ললিতাকে বিপথে চালিত ক'রে তার পরিণামটাকে যে ভয়াবহ ক'রে তুলছে, অন্ততঃ সে বিবেচনা করাও তোমার উচিত।"

ম্লানমুখে ভূপেন বলিল, "বিবেচনা আমি করেছি মিঃ চম্পটী, কিন্তু আমি নিরুপায়।"

চম্পটী সাহেবের ওষ্ঠপ্রান্ত মৃদু হাস্যরেখায় রঞ্জিত হইল। তিনি সহাস্য তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "তুমি বাস্তবিক নিরুপায় না হ'লেও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা তোমাকে নিরুপায় ক'রেছে ভূপেন।"

ভূপেন হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "স্নেহের নাম যদি দুর্ব্বলতা হয়, তবে সে অপবাদ আমি স্বীকার ক'রে নিতে রাজি আছি মিঃ চম্পটী।"

চম্পটী সাহেব মুখখানাকে বিকৃত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

"এই কি আপনাদের জগন্নাথ, নরেন বাবু ?"

নরেন বলিল, "জগন্নাথ শুধু আমাদের নয়, জগতের।"

সহাস্যে ললিতা বলিল, "কিন্তু যিনি জগতের মালিক, তাঁর হাত পা কোথায় গেল ?"

নরেন বলিল, "তিনি 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা'—হস্ত পদ বিহীন হ'লেও তিনি গতিশীল ও গ্রহণ সমর্থ।"

"সে দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে তো তাঁর নাম নাই, রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই। তবে তাঁর এমন অদ্ভুত মূর্ত্তির কল্পনা কেন ?"

"ওটা শুধু ভক্তের ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য নামরূপহীন ব্রহ্মের রূপ কল্পনা।"

"তা হ'লে তো দেখছি মূলে আপনারাও নিরাকারের উপাসক ?"

"নিরাকারবাদের উপরেই হিন্দুর সাকারবাদ প্রতিষ্ঠিত।"

"তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের প্রভেদটা কি ?"

"প্রভেদ এই যে, হিন্দুরা সাকারের ভিতর দিয়ে নিরাকারকে পেতে চায়; ব্রাহ্মরা সাকারকে একেবারেই অস্বীকার করেন।"

"যা কল্পিত, যা অবাস্তব, তাকে ত্যাগ ক'রে ব্রাহ্মরা মূল লক্ষ্যেরই অনুসরণ ক'রে থাকেন। কিন্তু হিন্দুরা মূল লক্ষ্যটাকে বিস্মৃত হ'য়ে অবাস্তবকেই জড়িয়ে ধরে।"

"ঐ মন্দিরের চূড়ায় ওঠা মূল লক্ষ্য হ'লেও ওখানে যাবার জন্য যে

সিঁড়িটা আছে, সেটাকে ত্যাগ করলে চলে না, বরং তাতে লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হওয়াই অসম্ভব হ'য়ে উঠে।"

"হিন্দুরা কিন্তু অনেক স্থলে মূল লক্ষ্যকে ভুলে সিঁড়িটাকেই আঁকড়ে পড়ে থাকে।"

"সে থাকে যারা নিম্নশ্রেণীর সাধক। কিন্তু যাঁরা সাধনা দ্বারা চূড়ায় উপস্থিত হ'তে পারেন, তাঁরা সিঁড়িটাকে অপ্রয়োজনীয় বোধে ত্যাগ করেন।"

ললিতা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "আপনি যতই তর্ক করুন নরেন বাবু, আপনাদের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ তেত্রিশ কোটি দেবতা নিয়ে এমনি জড়িয়ে পড়েছে যে, তার উপর আর কোন আসল দেবতা আছে কি না এটা ভাববার অবসরই তারা পায় না।"

নরেন বলিল, "এটা আমি অস্বীকার করি না সত্য, কিন্তু তাই ব'লে ভাববার লোকও যে নাই এমন কথাও বলতে পারি না।"

"কিন্তু তার সংখ্যা খুব কম।"

"সেটা সকল সমাজের মধ্যেই দেখা যায়। আপনাদের ব্রাহ্ম সমাজে কয়জন পরব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছেন?"

ললিতা হাসিয়া বলিল, "এবার আপনি রেগেছেন, নরেন বাবু।"

নরেনও মৃদু হাসিয়া বলিল, "রাগের কোন লক্ষণই বোধ হয় আমি প্রকাশ করি নাই।"

ললিতা বলিল, "রাগ না হ'লে মানুষ অপরের ত্রুটীর দোহাই দিয়ে নিজের ত্রুটীর সমর্থন করে না।"

মন্দিরের দরজার বাহিরে প্রশস্ত চাতালের উপর বসিয়া ললিতার সহিত নরেনের কথোপকথন হইতেছিল। রজতশুভ্র জ্যোৎস্নাধারায়

মন্দিরচত্বর প্লাবিত হইয়াছিল, সিংহদ্বার হইতে নহবতের মধুর স্বর-লহরী উত্থিত হইতেছিল, যাত্রিগণের কলরবে, জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে মন্দির মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। অদূরে জনৈক উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ বসিয়া ভাগবত পুরাণ ব্যাখ্যা করিতেছিল। রমণীমণ্ডলী তাহাকে বেষ্টন করিয়া তদগতচিত্তে দুর্বোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যাত পুরাণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে অশ্রুপাত করিতেছিল। তাহারই কিছু দূরে বসিয়া এক বাঙ্গালী যাত্রী গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল—

"কলিতে কল্পতরু, জগন্নাথ জগদ্‌গুরু,
উদ্ধার করিলে জীবে দিয়ে শ্রীচরণ।
হরি কে জানে হে তব তত্ত্ব নিরূপণ।"

ললিতা বলিল, "আচ্ছা নরেন বাবু, জগন্নাথকে দেখলে আপনার ভক্তি আসে?"

গম্ভীরভাবে নরেন উত্তর করিল, "ভক্তি জ্ঞানের প্রবেশদ্বার। এত দূরে পৌছাবার সামর্থ্য আমার মত লোকের নাই।"

মন্দিরচূড়ায় স্বর্ণ কলস চন্দ্রকিরণ সম্পাতে জ্বলিতেছিল; নরেন স্থির দৃষ্টিতে সেই স্বর্ণকলসের উপর রজতধারার বিস্ফুরণ দেখিতে লাগিল।

সম্মুখ দিয়া একদল যাত্রী যাইতেছিল। সহসা তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "হ্যাদে বড়মা, ছোট বাবু যে।"

চমকিত হইয়া নরেন ফিরিয়া চাহিতেই সম্মুখে বৌঠানকে দেখিয়া বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল। মহামায়া ঘোমটা সরাইয়া বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরপো এখানে!"

নরেন কোন উত্তর করিতে পারিল না। মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কবে এলে ঠাকুর পো?"

নরেন নতমুখে উত্তর করিল, "আজ তিন দিন এসেছি।"

মহামায়া বলিল, "আমরা আজ সকালে এসে পৌছেছি।"

ললিতা এতক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিয়াছিল; এক্ষণে সে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া পড়িল, এবং তাহার হাত দুইটা ধরিয়া সহাস্যে বলিল, "আমায় চিনতে পারেন বৌদি?"

তাহার স্পর্শে যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া মহামায়া সম্ভ্রস্তভাবে বলিল, "তুমি—তোমরাও এসেছ নাকি?"

ললিতা বলিল, "আমরা এসেছি ব'লেই তো নরেন বাবু এসেছেন। উনি কি আসতে চান; আমিই জেদ ক'রে এনেছি।"

বলিয়া ললিতা একটু হাসিল। মহামায়া কিন্তু হাসিল না, সে ঈষৎ অপ্রসন্ন মুখেই নরেনকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তা হ'লে এঁদের ওখানেই আছ বোধ হয়?"

নরেন এবার মুখ তুলিয়া জোর গলায় উত্তর দিল, "হাঁ।"

মহামায়ার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল; সে ললিতার হাত হইতে আপনার হাত দুইখানাকে মুক্ত করিয়া লইয়া মাথার কাপড়টা ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিল, "তোমার দাদাও এসেছেন। কাল পার তো তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রো।"

বলিয়া মহামায়া আপনাদের বাসার ঠিকানা দিয়া সঙ্গীদের সহিত অগ্রসর হইল। ললিতা বলিল, "আমাকে যেতে বললেন না, বৌদি

উদাস স্বরে "আচ্ছা যেও" বলিয়া মহামায়া প্রস্থান করিল।

তাহারা চলিয়া গেলে নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং গম্ভীর স্বরে "চলুন" বলিয়া নিঃশব্দে মন্দিরের বাহিরে আসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অনুকূল মেসের বামুন ঠাকুরকে ডাকিয়া গোপনে বলিয়া দিল, "নরেনের খাবারের ঠাঁই একটু আলাদা ক'রে দেবে।"

খাইতে গিয়া নরেন যখন আর সকলের সঙ্গেই বসিতে উদ্যত হইল, তখন বামুন ঠাকুর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আপনার এদিকে, আপনার এদিকে।"

নরেন বিস্ময়ের সহিত ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল। অন্যান্য ছাত্রেরা নরেনের দিকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। নরেন গম্ভীর কণ্ঠে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ঠাঁই ওদিকে হ'বার কারণ ?"

কারণ কি তাহা ঠাকুর জানিত না, সুতরাং সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। নরেন তাহার মুখের উপর ক্রোধরুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে ছাত্রেরা আহারে বসিতে না পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। রমেশ বলিল, "তা ঐটাতেই ব'সো না নরেন বাবু, তাতে দোষ কি ?"

রুক্ষস্বরে নরেন বলিল, "দোষ নাই যখন, তখন তুমিও তো বসতে পার।"

অনুকূল ঘিয়ের বাটীটা উনানের কাছে রাখিয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "যে যার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বসলে কোনই গোল থাকে না।"

ভ্রূকুটী করিয়া নরেন বলিল, "কিন্তু আমি জানতে চাই, আমার জন্য কে ঐ জায়গাটা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলে।"

অনুকূল বলিল, "যারা এখানকার মালিক, যাদের জাতি ধর্ম্মের ভয় আছে।"

শ্লেষের কঠোর হাসি হাসিয়া নরেন বলিল, "জাতি ধর্ম্মের ভয় এখানকার কার যে আছে, কার নাই, তাতো বলতে পারি না। কিন্তু আমি কি বিজাতি না বিধর্ম্মী?"

অনুকূল বলিল, "আমরা শুনেছি, পুরীতে গিয়ে তুমি ব্রাহ্মদের হাতে খেয়েছ।"

নরেন। একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু পুরীতে জাতিবিচার নাই।

অনু। সে জগন্নাথের প্রসাদে। অন্যত্র বিচার ক'রে চলতে হয়।

নরেন। গ্র্যাণ্ড হোটেলেও বোধ হয় বিচার নাই?

ছাত্রদের চাপা হাসির শব্দ অনুকূলের কাণে গেল। সে রাগে চোখ মুখ লাল করিয়া বলিল, "দেখ নরেন, জাতি ধর্ম্ম তামাসার জিনিষ নয়, আর তাই নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক কত্তেও চাই না।"

মেসের অধ্যক্ষ যতীন বাবু বলিলেন, "এ বেলা খাও নরেন, ও বেলা বিচার ক'রে যা হয় করা যাবে।"

ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে নরেন বলিল, "উত্তম, বিচার ক'রেই তখন খাওয়া যাবে। কিন্তু একটা কথা আমি ব'লে রাখছি যতীন বাবু, জাতি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যার যে দোষ আছে, সকলেরই বিচার কত্তে হবে। আর শুধু তোমার আমার বিচারে তার নিষ্পত্তি হ'লে চলবে না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে ব্যবস্থা নিয়ে তার মীমাংসা হবে।"

বলিয়া নরেন জোরে জোরে পা ফেলিয়া আহারের স্থান হইতে

বহির্গত হইল, এবং উপরে গিয়া ঝিকে ডাকিয়া খাবার আনিবার জন্য একটা টাকা ফেলিয়া দিল।

ছাত্রদের আহার কার্য্যটা সেদিন নিঃশব্দেই চলিতে লাগিল। সহসা সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রাধিকা বলিল, "নরেনবাবু আজ বড্ডই রেগেছে কিন্তু।"

রমেশ বলিল, "অপমানটাও বড় সহজ করা হয় নি। পঙ্‌ক্তিচ্যুত করা—আমি হ'লে এত বড় অপমানটা এমন সহজে পরিপাক কত্তে পাত্তাম কি না সন্দেহ।"

রাখাল বলিল, "আহা, বেচারীর মুখের গ্রাস!"

তাহাদের এই সহানুভূতি দেখিয়া অনুকূল একটু রাগতভাবে বলিল, "তাই ব'লে সে যার তার হাতে খেয়ে এসে সকলকে মজাবে নাকি?"

রমেশ মাথা উঁচু করিয়া বলিল, "ওহে, রেখে দাও তোমার হিঁদুয়ানির বড়াই। কত লোক যে মুসলমানের হাতে খেয়ে চলে যাচ্চে।"

বলিয়া সে অনুকুলের দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিল। অনুকূল কিন্তু এ কথার উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবেই আহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। রাখাল বলিল, "নরেন বাবুও কিন্তু সহজে ছাড়বে ব'লে বোধ হয় না; যার যে দোষ আছে দেখিয়ে দেবে।"

অনুকূল এবার বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "কেবল মুখে বললেই তো হবে না, প্রমাণ করা চাই।"

অপরাহ্নে যতীনবাবু নরেনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি খেলে হে নরেন?"

নরেন বলিল, "খাওয়া নিতান্ত মন্দ হয় নি, লুচী, আলুর দম, আর দু'টো ডিম আনিয়ে ছিলাম।"

যতীনবাবু নাসাগ্র ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কিন্তু ও বেলা প্রস্তুত অন্নটা খেয়ে এলেই পারতে।"

ঈষৎ তীব্রস্বরে নরেন বলিল, "ইচ্ছা থাকলেও আপনাদের জাত যাবার ভয়ে খেতে পারলাম না।"

কথার ভিতর যে তীব্র শ্লেষ ছিল, সেটুকু নীরবেই পরিপাক করিয়া যতীনবাবু বলিলেন, "এ বেলা কি খাবে?"

তাচ্ছীল্যের স্বরে নরেন বলিল. "একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকবো।"

"কিন্তু এরকম দোকান আর হোটেল নিয়ে ক'দিন চলবে?"

"বেশী দিন অবশ্য চলবে না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যতীনবাবু বলিলেন, "আমি বলি কি, তার চেয়ে—"

নরেন বলিল, "তার চেয়ে মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ফেলা উচিত। কিন্তু মাথা আমি একা মুড়াব না যতীনবাবু, সেই সঙ্গে অনেককেই মুণ্ডিতমস্তক হ'তে হবে। বোধ হয় আপনিও বাদ যাবেন না।"

যতীনবাবু মাথাটা একটু নাড়িয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সে কথা আমি বলছি না, কেন না 'ঠক বাছতে গাঁ উজোড়' হয়। আমি বলছি কি জান, এত গোলমালের চেয়ে, মেসের তো অভাব নাই, কলেজষ্ট্রীটে আমার জানা একটা ভাল মেস্ আছে।"

তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়া নরেন বলিল, "ভাল মেস অনেক আছে, কিন্তু আমার ইচ্ছাটা কি জানেন যতীনবাবু, আগে এই মেসের ধর্ম্মসংস্কার ক'রে দিয়ে তারপর অন্য মেসে যাব।"

গাম্ভীর্য্যের সহিত যতীনবাবু বলিলেন, "বুঝেছি নরেন, কিন্তু

প্রতিহিংসায় মনের নীচতাই প্রকাশ পায়। সেই জন্যই বলছি, যখন উঠেই যাবে, তখন এত গোলযোগে আর দরকার কি ?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া নরেন গম্ভীর স্বরে বলিল, "বেশ, আপনি ম্যানেজার, আপনি যখন বলছেন—"

বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে যতীনবাবু বলিলেন, "না না নরেন, মনে ক'রো না আমি তোমাকে যেতেই বলছি। বরং তুমি যাওয়ায় আমি বাস্তবিক দুঃখিত। তবে কি জান, আমি গোলযোগ বড় পছন্দ করি না।"

ঈষৎ হাসিয়া নরেন বলিল, "তাই হবে যতীনবাবু, আমি শীঘ্রই গোলযোগের নিষ্পত্তি ক'রে দেব।"

নরেনের স্বরটা অভিমানে ভরা। যতীনবাবু তাহারি সে অভিমানের বেদনাটুকু অনুভব করিয়া দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "তাই করা ছাড়া আর উপায় নাই নরেন। জান তো, দশচক্রে ভগবান ভূত। মেসের সকলেই যখন তোমার বিরুদ্ধে, তখন একা তুমি বা একা আমি কি কর্ত্তে পারি।"

নরেন ঈষৎ উগ্রস্বরে বলিল, "আপনি কি আজই যেতে বলেন ;

ব্যস্ততার সহিত যতীনবাবু বলিলেন, "না না, আজই তুমি যাবে কোথায় ? আগে একটা জায়গা স্থির ক'রে তার পর—দু'একদিন থাকলে কোন ক্ষতি হবে না।"

চড়া গলায় নরেন বলিল, "থাকবার জায়গা আমার আছে যতীন বাবু, আমি আজই ভূপীদার বাড়ীতে গিয়ে উঠতে পারি। কিন্তু তা যাব না। আচ্ছা, কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি সময় নিচ্ছি।"

যতীনবাবু ইহাতে সানন্দে সম্মতি দিলেন।

নরেন চলিয়া যাইবে শুনিয়া মেসের মধ্যে একটা বাদবিতণ্ডা উপস্থিত

হইল। রাখাল বলিল, "নরেন বেচারার উপর কিন্তু নেহাৎ অন্যায় বিচার করা হ'লো।"

অনুকূল ঘাড় নাড়িয়া বিজ্ঞভাবে বলিল, "অন্যায় বিচার একটুও হয় নি। নরেন কেবল তোমারি প্রিয় নয়, আমারও প্রিয়। কিন্তু হাতের আঙ্গুল সর্পদষ্ট হ'লে তাকে কেটে বাদ দেওয়াই শাস্ত্রের আদেশ। মহারাজ সগর ধর্ম্মের জন্য আপনার উচ্ছৃঙ্খল পুত্র অংশুমানকে ত্যাগ ক'রে ছিলেন। ধর্ম্মরক্ষার জন্য কঠোরতা নিষ্ঠুরতা নয়।"

রাখাল রাগতভাবে বলিল, "ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'চ্চো অনুকূলদা, কিন্তু ধর্ম্মের কোন্ দিক্‌টা তুমি মেনে চল শুনি? বামুনের ছেলে তুমি, এক দিনের তরেও তো তোমাকে সন্ধ্যা আহ্নিক কত্তে দেখি নাই।"

অনুকূল বলিল, "সকল কাজেরই সময় অসময় আছে। ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ—এখন কোশাকুশী নিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করবার সময় নয়; এখন পড়াই তপ জপ, সন্ধ্যা আহ্নিক।"

রাখাল বলিল, "কিন্তু শুনতে পাই, আগে বামুনের ছেলেরা যখন টোলে লেখাপড়া শিখতো, তখন তারা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা আহ্নিক ব্রহ্মচর্য্য সব সমানভাবে চালিয়ে যেতো।"

রাধিকা বলিল, "সে সংস্কৃত পড়া। তারা কি বি-এ, এম এ পাশ দিত?"

রাখাল হাসিয়া বলিল, "সে কথা ঠিক, এখন এম এ পাশের তপস্যা হয় ইংরেজের হোটেলে ব'সে।"

অনুকূল ছাড়া আর সকলেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অনুকূল রাগে চোখ মুখ লাল করিয়া বলিল, "তাই ব'লে বিধর্ম্মীর হাতে খেয়ে এসে সমাজটাকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রবে বুঝি?"

রাখাল হাসিয়া বলিল, "কক্ষণো না। সেই 'দুর্গাদাসে'র শ্যামসিং মুসলমান ফৌজের আল্লা হো আকবর চীৎকার শুনে যে ব'লেছিল, 'তাই হোক, এ আমাদের সৈন্য।' তার উত্তরে দিলীর খাঁ কি ব'লেছিল হে সতীশ ?"

সতীশ বলিল, "ব'লেছিল, 'হাঁ মহারাজ, আপনাদের সৈন্য ব'লেই আল্লা হো আকবর বলছে, আমাদের সৈন্য হ'লে হর হর বোম বোম বল্‌তো।"

আবার একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। অনুকূল নিরুত্তরে আপন মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল। সতীশ গম্ভীরভাবে বলিল, "এখানে ধর্ম্ম নিয়ে যে রকম আন্দোলন চলেছে, তাতে অধার্ম্মিকগণকে বুঝি পথ দেখতে হয়।"

অনুকূল বলিল, "যার ইচ্ছা হবে সে স্বচ্ছন্দে পথ দেখতে পারে। সেজন্য কারো অনুরোধ উপরোধ নাই।"

রাখাল বলিল, "তা হ'লে দেখছি, তুমি দেশশুদ্ধ লোককে এক ঘ'রে ক'রে রাখবে অনুকূলদা।"

সতীশ বলিল, "ধার্ম্মিক লোক 'ধর্ম্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ'।"

এই শ্লেষের উত্তরে অনুকূল কতকগুলা চড়া কথা বলিল। রাখাল প্রভৃতিও তাহার উত্তর দিতে ছাড়িল না। ক্রমে বিবাদটা যখন বেশ জমিয়া উঠিল, তখন যতীনবাবু মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যতীনবাবুর সহিত তর্ক বিতর্কে নরেনের মনটা এমনই তিক্ত হইয়া উঠিল যে, মেসে থাকিতে তাহার ভাল লাগিল না, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়িল এবং ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে ভূপেনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ভূপেন তখন বারান্দায় বসিয়া একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। নরেন আসিলে সে মুখ তুলিয়া বলিল, "এই যে নরেন, আজ তিন দিন ছিলে কোথায়?"

বেঞ্চিখানার পাশে বসিয়া পড়িয়া নরেন বলিল, "এই কলিকাতার মধ্যেই।"

ঈষৎ হাসিয়া ভূপেন বলিল, "আমি মনে করেছিলাম, জননী জন্মভূমিকে বুঝি হঠাৎ মনে প'ড়ে গিয়েছে।"

নরেন বলিল, "জননী জন্মভূমি আমার মাথায় থাকুন, তাঁর কোলে যাবার তরে আমার একটুও আগ্রহ নাই।"

কৃত্রিম রোষের সহিত ভূপেন বলিল, "হতভাগ্য, জন্মভূমির প্রতি এতটা অবজ্ঞা!"

গম্ভীরভাবেই নরেন বলিল, "অবজ্ঞা একটুও নাই ভূপিদা, জন্মভূমিকে আমি যথেষ্ট ভক্তি করি, কিন্তু সে এই সহরে ব'সে। কেন না দূর হ'তে যে সকল জিনিষ সুন্দর দেখায়, তাদের মধ্যে আমাদের জন্মভূমি একটী। দূরে সহরের দিব্য আরামের মধ্যে ব'সে তাঁকে সুজলা সুফলা স্বর্গাদপি গরীয়সী প্রভৃতি বিশেষণ দিয়ে বেশ স্তব করা যায়, কিন্তু মায়ের সেই জঙ্গলাকীর্ণ কর্দ্দমাক্ত ক্রোড়ে ব'সে দলাদলির তীব্র

পূতিগন্ধ এবং ম্যালেরিয়ার কঠোর কশাঘাতকে উপেক্ষা ক'রেও যিনি মাকে ভক্তি কত্তে পারেন, তাঁকে যে আমি মহাপুরুষ ব'লে কেবল শ্রদ্ধা করি তা নয়, প্রয়োজন হ'লে তিনি যে মানুষের বুকের উপর দিয়ে ছুরী ছোরাও চালাতে পারেন এমন বিশ্বাসও আমার আছে।"

ভূপেন হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তুমিই একজন যথার্থ স্বদেশ-প্রেমিক নরেন।"

নরেনও হাসিয়া উত্তর করিল, "এটা খাঁটি সত্য কথা ব'লেছ ভূপিদা।"

বলিয়া নরেন ভূপেনের হাত হইতে কাগজখানা টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। সম্মুখের একটা প্যারার উপর দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিয়া উঠিল, "চমৎকার! সভ্য সমাজের সভ্যতার একটা নিদর্শন শোন ভূপিদা, মিসেস্ ফ্রান্সিস্—"

বাধা দিয়া ভূপেন বলিল, "ডাইভোর্সের মোকদ্দমা তো? পড়েছি।"

নরেন বলিল, "কিন্তু উন্নত সমাজের কি চূড়ান্ত উন্নতির আদর্শ! স্ত্রী-এনেছেন স্বামীর নামে বিবাহ-বন্ধন ছেদনের মোকদ্দমা। আর আমরা এই সভ্যতার অনুকরণ কত্তে যাই।"

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া ভূপেন উত্তর করিল, "দোষগুণ সকল সমাজেই আছে নরেন। শুধু একটা দিক্ দেখে কোন সমাজেরই বিচার কত্তে নাই। তুমি কি বলতে পার, আমাদের এই দেশেই এমন ঘটনা অসংখ্য ঘটে না। তবে এদেশের স্ত্রীলোকদের সহিষ্ণুতা খুব বেশী, তাই এমন ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত যায় না। নচেৎ এদেশের কত পুরুষ কারণে অকারণে স্ত্রীকে ত্যাগ কচ্চে বল দেখি?"

নরেন মাথা নাড়িয়া বলিল, “কিন্তু এ দেশের স্ত্রী কোন দিনই ডাইভোর্সের মোকদ্দমা আনতে পারে না।”

ভূপেন বলিল, “বলেছি তো, তার কারণ, এদেশের স্ত্রীজাতির সহিষ্ণুতাটা খুব বেশী। বিশেষতঃ তাদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে তারা পুরুষদের সহিত আপনাদের সমান অধিকার কল্পনাতেও আনতে পারে না। কাজেই তারা বড় জোর স্বামীর নামে খোরাক পোষাকের মোকদ্দমাটা পর্য্যন্ত আনতে পারে। তা ছাড়া এদেশের অভিধানে পুরুষদের ব্যভিচার ব'লে কোন শব্দ নাই। ব্যভিচারিণী শব্দটার যত ব্যবহার, ব্যভিচারী শব্দের ব্যবহার তার শতাংশের একাংশও নয়। কাজেই এদেশের পুরুষরা যত অল্প কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ কত্তে পারে, স্ত্রীরা তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী কারণ সত্ত্বেও স্বামীকে ত্যাগ কত্তে পারে না।”

কাগজের উপর দ্রুত চোখ বুলাইতে বুলাইতে নরেন বলিল, “কিন্তু সেটা পারাকেই কি তুমি ভাল মনে কর?”

ভূপেন বলিল, “ভাল অবশ্য মনে করি না। কিন্তু তাতে বোধ হয় একটা মস্ত উপকার হ'তে পারে, এদেশের স্বেচ্ছাচারী পুরুষগুলা অনেকটা শায়েস্তা হ'য়ে যায়। তারা এমন কথায় কথায় স্ত্রীকে ত্যাগ কত্তে পারে না।”

বলিয়া সে নরেনের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিল। নরেন দৃষ্টি নত করিয়া সংবাদপত্র পাঠে মনোনিবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভূপেন বলিল, “তুমি বোধ হয় শোননি নরেন, মিষ্টার চম্পটী ললিতার পাণি প্রার্থনা করেছেন।”

নরেন দ্রুত কাগজ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া ঈষৎ তীব্র কণ্ঠে

বলিল, "এটা যে করবেন, তা আমি আগে থাকতেই অনুমান ক'রে ছিলাম।"

ভূপেন বলিল, "চম্পটী সাহেবের এই দাবীটা আমি অসঙ্গত মনে করি না। কেন না রূপে গুণে চরিত্রে চম্পটী সর্ব্বাংশেই ললিতার উপযুক্ত পাত্র।"

নরেন বলিল, "কিন্তু ললিতা নিজে সেটা স্বীকার করেন ব'লে বোধ হয় না।"

সহাস্যে ভূপেন বলিল, "তোমার এমন অনুমানের কোনই কারণ নাই। ললিতা বেশ প্রসন্নভাবেই চম্পটী সাহেবের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে।"

নরেন যেন নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত ভাবেই একবার ভূপেনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; পরক্ষণেই মুখখানাকে বিকৃত করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। ভূপেন তাহা লক্ষ্য না করিয়াই মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "আজকে নিজেই জেদ ক'রে চম্পটী সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে।"

নরেন বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া কেল্‌নারের বিজ্ঞাপন তালিকায় চোখ বুলাইতে লাগিল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া আসিয়া তাহার দৃষ্টিপথ রোধ করিতে লাগিল, তথাপি সে কাগজ হইতে চোখ তুলিল না। ভূপেন বলিল, "ঘরে চল না, আলো জ্বেলে দিই।"

বিরক্তভাবে "না, থাক্" বলিয়া ভূপেনের কোলের উপর কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া নরেন উঠিতে উদ্যত হইল। ভূপেন বলিল, "উঠচো যে! ললির সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না? সে আজ সকালেই আমাকে তোমার মেসে যেতে বল্‌ছিল।"

"কাল সকালে আসবো" বলিয়া নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। ভূপেন তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নীচের দরজায় মোটরের শব্দ উঠিল, এবং নরেন অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ললিতা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ললিতা হাস্যপ্রফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই যে নরেন বাবু, চমৎকার লোক আপনি যা হোক, আজ তিন দিন একেবারে দেখা নাই।"

পশ্চাৎ হইতে চম্পটী সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "এজন্য কিন্তু আমি নরেনবাবুকেই দোষী করি না, আমরাই বা কোন্ ওঁকে দেখা দিয়েছি? কি বলেন নরেনবাবু?"

বলিয়া তিনি সহাস্য মুখে অগ্রসর হইয়া নরেনের হাতটা জড়াইয়া ধরিলেন। নরেন তাঁহার এই আকস্মিক প্রসন্নভাব দেখিয়া একটুও বিস্মিত বা প্রীত হইল না; তাঁহার মুখের উপর ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক উপেক্ষাসূচক এক নমস্কার করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"তুমি—আপনি কি চম্পটীসাহেবের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন ?"

ঈষৎ হাসিয়া ললিতা উত্তর করিল, "চম্পটী সাহেব আমার পাণি-প্রার্থী।"

"আপনার পাণি প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা অনেকেই পোষণ করে।"

"চম্পটী সাহেব আমায় ভালবাসেন।"

"সেটা আমিও অস্বীকার করি না।"

"তা হ'লে বোধ হয় তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়াও দোষের হয় নি।"

"দোষের হ'তো না, যদি আপনিও তাঁকে ভালবাসতেন।"

ললিতার হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। নরেন তাহার সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডলের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বলিল, "এই জন্যই বলছি, আপনি এ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে ভাল কাজ করেন নি।"

ললিতা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, "নরেন বাবু!" ব্য-

নরেন মস্তক সঞ্চালন করিয়া স্থির স্বরে বলিল, "আপনি অবরণ অনুমানের বিরুদ্ধে যতই কেন বলুন না, আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস-"

ব্যগ্রভাবে বাধা দিয়া ললিতা বলিল, "আপনার বিশ্বাস নিয়ে আমার কোন লাভ নাই, এটা কিন্তু আপনার জানা উচিত।" কাজে

এই তীব্র প্রতিবাদেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া নরেন হা বলিল, "কিন্তু লোকসান যে যথেষ্ট আছে সে বিষয়ে কোনই ম নাই।"

ললিতা একথার উত্তর না দিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল

নরেন ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া পুনরায় বলিল, "বিবেকের বিরুদ্ধে এমন নির্ম্মমভাবে সম্মতি দেওয়ার কারণটা শুনতে পাই কি ?"

ললিতা মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবেই উত্তর করিল, "আপনার শুনবার মত কিছুই নাই।"

ঈষৎ অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে নরেন বলিল; "সেটা সম্ভব, যদি আমাকে শুনবার পক্ষে অনধিকারী বিবেচনা করেন।"

সজল দৃষ্টিটা তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ললিতা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমাকে কি মাপ কত্তে পারেন না, নরেন বাবু ?"

ঘাড়টা হেলাইয়া স্থিরস্বরে নরেন বলিল, "কক্ষণো না; আপনার এমন একটা ভয়ানক অন্যায় কার্য্যের সমর্থন, আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না।"

ললিতা ঘাড় সোজা করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে পারিল না; বর্ষার প্লাবনের ন্যায় অশ্রুরাশি আসিয়া তাহার দৃষ্টিটাকে ঝাপসা করিয়া দিতেই সে তাড়াতাড়ি আঁচল টানিয়া লইয়া চোখ দুইটা ঢাকিয়া ফেলল। নরেন স্তব্ধভাবে তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ললিতা অশ্রুবেগ কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া চক্ষু হইতে অপসারিত করিল, এবং নরেনের দিকে সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করুণকণ্ঠে বলিল, "আমি মিনতি কচ্চি নরেন বাবু, আপনি এ আর প্রশ্ন করবেন না।"

তাহার দৃষ্টির মধ্য দিয়া, স্বরের ভিতর দিয়া যে কাতরতা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতেও নরেন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; সে মুখের উপর বিচারকের নির্ম্মম গাম্ভীর্য্য আনিয়া স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আমিও

মিনতি ক'রে বল্‌চি, যে অন্যায় কাজের প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি এতটা বিচলিত হ'তে পারেন, সে অন্যায়টাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারবেন না।"

"পারবো না।"

"কক্ষণো না।"

বলিয়া নরেন এত জোরে মাথাটা নাড়িল যে, তাহা দেখিয়া এত দুঃখের মধ্যেও ললিতার হাসি আসিল। সে দৃষ্টি নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি দাদার অভিপ্রায় জানেন কি ?"

"দাদার অভিপ্রায় !" বলিয়া নরেন বিস্ময়ে যেন চমকিয়া উঠিল। ললিতা বলিল, "দাদার একান্ত ইচ্ছা—"

নরেন হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার সে হাস্যধ্বনিতে কক্ষের ভিত্তিগুলা পর্য্যন্ত যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ললিতা সংকোচে মাথাটা আর একটু নীচু করিল। নরেন হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভূপীদার ইচ্ছা ! আপনি কি ভূপীদাকে চেনেন না ? আশ্চর্য্য !"

বলিয়া নরেন পুনরায় জোরে হাসিয়া উঠিল। ললিতা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন হাসির বেগটা সংবরণ করিয়া বলিল, "ভূপীদা কি এ বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ করেছে ?"

"না।"

"তবে আপনি কেমন ক'রে জানলেন যে, ভূপীদার এমন অন্যায় কাজে মত আছে ?"

ললিতা নিরুত্তরে দণ্ডায়মান। নরেন বলিল, "আচ্ছা, আমি ভূপীদাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি।"

বলিয়া নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। ললিতা ব্যগ্রভাবে বাধা দিয়া

বলিল, "না না, আপনাকে আমি মিনতি ক'রে বল্‌চি, দাদাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন না।"

তাহার কাতরতাপূর্ণ মুখখানার দিকে চাহিয়া নরেন হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। বিমর্ষমুখে বলিল, "অবশ্য এই ব্যাপারের মধ্যে যে কি গুপ্ত রহস্য আছে তা আমি জানি না, আর সেটা জানবার চেষ্টা আমার নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা ব'লে আপনাদের মনে হ'তে পারে। কিন্তু আপনাকে এতটা ভালবাসি যে, তার কাছে আমার অধিকার অনধিকারের জ্ঞানটাও চাপা প'ড়ে গিয়েছে।"

বলিয়া নরেন বিষাদকাতর দৃষ্টিতে ললিতার মুখের দিকে চাহিল মুহূর্ত্তে ললিতার সমগ্র মুখখানা দিয়া যেন শোণিতপ্রবাহ ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া অদূরবর্ত্তী টেবিল হার্ম্মোনিয়মটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। নরেন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভূপীদা কোথায়?"

ললিতা বলিল, "চম্পটী সাহেবের বাড়ীতে গিয়েছে।"

নরেন একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আজকাল সেখানে ভূপীদার এত ঘন ঘন যাতায়াত কেন বলুন তো?"

উত্তরে ললিতা মৃদু হাসিয়া হার্ম্মোনিয়মের ডালা খুলিল, এবং তাহাতে সুর দিয়া গান ধরিল,—

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।"

চম্পটী সাহেবের সহিত ভূপেন ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, "এই যে নরেন, রাস্তায় তোমার কথাই হচ্ছিল।"

চম্পটী সাহেব অগ্রসর হইয়া সহাস্যে বলিলেন, "আপনার মেসের ছেলেরা আপনাকে নাকি এক ঘ'রে ক'রেছে নরেন বাবু?"

মৃদু হাসিয়া নরেন উত্তর করিল, "না, আমিই তাদের সকলকে এক ঘ'রে করেছি।"

গৃহ মধ্যে একটা উচ্চ হাস্যরোল উত্থিত হইল। ললিতা ঈষৎ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই নাকি? নরেন বাবুকে এক-ঘ'রে হ'তে হ'লো কেন?"

সহাস্যে ভূপেন বলিল, "ওর দুর্মতি—আমাদের ঘরে খেয়েছে। হিন্দুসমাজ কি এতটা অনাচার সহ্য কত্তে পারে? বরং মুসলমানের হাতে খেলেও রক্ষা ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মের হাতে—সর্ব্বনাশ!"

হিন্দুসমাজের প্রতি ভূপেনের এই কটাক্ষে নরেন একটু রাগতভাবে বলিল, "ঠাট্টা নয় ভূপীদা, হিন্দুসমাজে স্ববর্ণ ছাড়া অন্যের হাতে খেলেই জাতি যায়, তা সে হিন্দুই হোক্ বা মুসলমানই হোক।"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "তা হ'লে আপনাকে বোধ হয় মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হবে?"

জোর গলায় নরেন বলিল, "হিন্দুর শাস্ত্র, সমাজ মানতে গেলে তাই করাই উচিত। তবে গায়ের জোরে আজকাল যে অনেকেই সমাজের বিধান মেনে চলে না, তাতে সমাজের ক্ষতি ছাড়া মঙ্গল কিছুই হচ্চে না।"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনকে উপেক্ষা ক'রে, জগতের সকল উন্নতিকে ঠেলে দিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ আপনার যে ক্ষতি কচ্চে, তার তুলনায় এ ক্ষতি কিছুই নয় নরেন বাবু।"

নরেন বলিল, "উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাকৃতিক নিয়ম নয় চম্পটী সাহেব। সমাজের উন্নতি কত্তে হ'লে আগে তার শৃঙ্খলা বজায় রাখা দরকার।"

ভূপেন বলিল, "তুমি যতই তর্ক কর নরেন, বিদ্যাসাগর, রামমোহনকে

এক ঘ'রে ক'রে, বিলাত-ফেরতদের একপাশে ঠেলে রেখে হিন্দুসমাজ শুধু আন্দল আর প্রায়শ্চিত্তের কড়ি নিয়ে কোন দিনই উন্নতি কত্তে পারবে না। বড় লোক সমাজের প্রাণ; প্রাণকে বাদ দিয়ে জড় দেহ বেশীক্ষণ আপনাকে খাড়া রাখতে পারে না। অথচ এই হিন্দুসমাজই একদিন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেছিল, ধীবর-দৌহিত্র দ্বৈপায়নকে বেদবিভাগের অধিকার দিয়েছিল। আর তারই ফলে কত পুরাণ উপপুরাণ, কত সংহিতা উপনিষৎ হিন্দুশাস্ত্রকে জ্ঞানগৌরবে মণ্ডিত ক'রে দিয়েছে। কিন্তু এখনকার হিন্দুসমাজ শুধু ত্যাগ নীতি অবলম্বন করেছে, গ্রহণের সামর্থ্য একেবারে হারিয়ে ব'সেছে।"

সহাস্যে নরেন বলিল, "তোমার অভিযোগ অস্বীকার করি না ভূপীদা। যারা রাজৈশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে কৌপীনমাত্র নিয়ে বনবাস আশ্রয় করে, ত্যাগই যে তাদের মূলমন্ত্র তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর হিন্দুধর্ম্মের যা কিছু গৌরব তা এই ত্যাগের মধ্য দিয়েই।"

ভূপেন বলিল, "কিন্তু কেবল ত্যাগে কুবেরের ভাণ্ডারও নিঃশেষ হ'য়ে যায়। হিন্দুসমাজেরও এখন সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ত্যাগেরও দুইটা দিক্ আছে। এক ত্যাগে আত্মোন্নতি, আর এক ত্যাগে আত্মহত্যা।"

নরেন বলিল, "কিন্তু গোড়াতেই তুমি ভুল করেছ ভূপীদা, হিন্দু-সমাজের লক্ষ্য এ জগৎটা নয়, এর অপর পারে যে একটা জগৎ আছে সেইখানেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।"

উত্তরে ভূপেন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু চম্পটী সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "রক্ষা কর ভূপেন, যে জিনিষটা খুঁজে পাওয়া দায়, তাকে নিয়ে এতটা নাড়াচাড়া করা ভাল নয়। তার চাইতে চা খেয়ে মনটাকে

চাঙ্গা ক'রে নাও, আর জগতে যাতে চায়ের প্রচার বেশী হয় তার চেষ্টা কর।"

ললিতা চা প্রস্তুত করিতেছিল, সে মৃদু হাসিয়া চায়ের কাপগুলা আগাইয়া দিল। দিতে দিতে নরেনের চায়ের কাপটা তাহার সম্মুখে রাখিয়া সহাস্যে বলিল, "আপনার আপত্তি আছে কি না, না জেনেই আপনাকে চা দিয়েছি।"

নরেন হাসিয়া উত্তর করিল, "যখন দিয়েছেন, তখন অগত্যা আমাকে তার সদ্‌ব্যবহার কত্তে হবে। একবারে যে প্রায়শ্চিত্ত, দশবারেও তাই।"

বলিয়া নরেন চায়ের বাটীতে চুমুক দিল। চম্পটী সাহেব চা খাইতে খাইতে নরেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাল কথা নরেন বাবু, ভূপেনের কৌমার্য্য ব্রত ভঙ্গ হ'য়েছে, এ সংবাদ বোধ হয় শোনেন নি।"

নরেন একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "বলেন কি ?"

ঈষৎ হাসিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "শুধু তাই, আমার বেচারা ছোট বোন লীলাকে আমাদের কাছ হ'তে কেড়ে নেবার তরে উঠে পড়ে লেগেছে।"

নরেন যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, চম্পটী সাহেবের সহিত ললিতার বিবাহের রহস্যটা এতক্ষণে তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া আসিল, এবং ভূপেনের এই স্বার্থপরতায় ঘৃণা ও বিরক্তিতে তাহার মুখখানা গম্ভীরভাব ধারণ করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "এটা ভূপীদার নিতান্ত অন্যায়। আর আপনারা খুব সহিষ্ণু ব'লেই এমন অন্যায় অত্যাচারটা সহ্য ক'রে যাচ্ছেন।"

সহাস্যে চম্পটী সাহেব বলিলেন, "আমরা যে বাস্তবিকই এতটা সহিষ্ণু এমন মনে করবেন না। আমিও এর প্রতিশোধ নিতে ছাড়বো না।"

বলিয়া ললিতার দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিলেন। কিন্তু ললিতা তখন পিছন ফিরিয়া চায়ের সরঞ্জামগুলা একটী একটী করিয়া গুছাইতেছিল। সুতরাং চম্পটী সাহেবের সতৃষ্ণ কটাক্ষটা তাহার লক্ষ্যের মধ্যে আসিল না; চায়ের পাত্রগুলা লইয়া সে গম্ভীরভাবে বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে নরেন গাত্রোত্থান করিল। ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি অন্য মেসের সন্ধান কচ্চো?"

নরেন বলিল, "কেবল সন্ধান নয়, একটা মেস ঠিক ক'রে ফেলেছি। বোধ হয় কাল সেখানে উঠে যাব।"

বলিয়া সে দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইল। কিন্তু দরজার বাহিরে আসিতেই হঠাৎ ললিতা তাহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার খুব রাগ হ'য়েছে, না নরেন বাবু?"

নরেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার সহাস্য মুখের দিকে চাহিল। ললিতা দৃষ্টি নত করিয়া ধীর শান্ত স্বরে বলিল, "কিন্তু আমার অনুরোধ, রাগ কত্তে হয় আমার উপর করবেন, দাদার উপর রাগ করবেন না।"

নরেন কোন উত্তর করিল না, শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

কি ভয়ানক স্বার্থপরতা! মানুষ স্বার্থের জন্য এতটা অন্যায়ের সমর্থন অনায়াসে করিতে পারে? ভূপেনকে সে আদর্শ চরিত্র বলিয়াই জানিত। কিন্তু স্বার্থের অনুরোধে সেও যে উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইতে পারে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়। ভূপীদার এতটা অধঃপতন! কিন্তু তাহার এই অধঃপতনের মূলে চম্পটী সাহেবের হাত আছে কি না ইহাই সন্দেহের বিষয়। খুব সম্ভব, ললিতাকে হস্তগত করিবার জন্য চম্পটী সাহেবই এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে। ইহাতে তাহার দুইটী

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; প্রথমতঃ সে ললিতাকে হস্তগত করিবে, দ্বিতীয়তঃ ভূপীদার স্থায় সচ্চরিত্র ধনবান্ যুবকের হস্তে স্বীয় ভগ্নীকে সমর্পণ করিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু নরেনের প্রতিজ্ঞা, সে যেরূপেই হউক চম্পটী সাহেবের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়া ললিতাকে তাহার হাত হইতে উদ্ধার করিবে। এজন্য সে ললিতার কোন উপরোধ অনুরোধেই কর্ণপাত করিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে নরেন মেসে উপস্থিত হইলে রাখাল বলিল, "এই যে নরেন বাবু, সন্ধ্যা হ'তে ভদ্রলোকটী এসে তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছেন।"

নরেন সাগ্রহে অপেক্ষাকারী ভদ্রলোকটীকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইয়াই বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "একি, গোপী বাবু যে?"

গোপীনাথ ব্যস্তভাবে উঠিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আমি এক ঘণ্টার উপর এসে ব'সে আছি ছোট বাবু।"

নরেন তাহাকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল। গোপীনাথ বলিল, "বাড়ীর খবর খুব ভাল নয়, বড়বাবুর কঠিন ব্যারাম। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে নিয়ে যেতে? কি ব্যারাম?"

ম্লানমুখে গোপীনাথ উত্তর করিল, "ব্যারাম অনেক রকম। জ্বর, কাশী, রক্ত ওঠা। সে আপনি গেলেই দেখতে পাবেন। এখন যত শীগ্গীর হয় চলুন। বড় মা আপনার পথ চেয়ে আছেন।"

শঙ্কিতস্বরে নরেন বলিল, "কিন্তু এই রাত্রে গাড়ী নাই তো গোপীবাবু।"

গোপীনাথ বলিল, "গাড়ীর দরকার নাই ছোটবাবু, বড়বাবু তো দেশে নাই।"

বৃদ্ধিত বিস্ময়ে নরেন বলিয়া উঠিল, "দেশে নাই ?"

গোপীনাথ বলিল, "না, চিকিৎসার জন্য কাল তাঁকে এখানে আনা হ'য়েছে।"

নরেন বলিল, "কলিকাতায় আনা হ'য়েছে ? কৈ আমাকে তো কোন খবর—"

আগে হইতে তাহাকে খবর দিয়া তাহার উপরেই বাড়ী ঠিক করিয়া দিবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বরেন্দ্রনাথ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করায় তাহাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। সুচতুর গোপীনাথ কিন্তু এক্ষণে সে কথাটা গোপন করিয়া বলিল, "আপনি কলকাতায় ফিরেচেন কি না জানা ছিলনা, কাজেই—"

নরেন আর কোন কথা না বলিয়াই গোপীনাথের হাতটা চাপিয়া ধরিল, এবং তাহাকে টানিয়া লইয়া মেসের বাহির হইয়া পড়িল।

নরেনকে দেখিয়া মহামায়া কাঁদিয়া উঠিল; বলিল, "কি হবে ঠাকুর পো ?"

নরেন আপনার অন্তরের চাঞ্চল্য গোপন করিয়া, মুখে সাহস দেখাইয়া বলিল, "ভয় কি ? সহরের সব চেয়ে বড় ডাক্তারকে এনে দেখাব, জমিদারী পর্য্যন্ত বেচে দাদাকে বাঁচাব।"

পরদিন নরেন একজন বড় সাহেব ডাক্তার এবং একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী চিকিৎসককে লইয়া আসিল। চিকিৎসা রীতিমত চলিতে লাগিল, কিন্তু রোগের উপশম হইল না। দারুণ ক্ষয় ব্যাধি তখন বরেন্দ্রনাথের জীবনীশক্তিকে হ্রাস করিয়া আনিয়াছিল। প্রায় এক

বৎসরের পূর্ব্বে এই রোগের সূত্রপাত হয়। কিন্তু পরিশ্রমী বরেন্দ্রনাথ তাহাতে তেমন মনোযোগ দিলেন না, জমীদারীর কাজ কর্ম্ম যেমন স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতেন তেমনই করিতে লাগিলেন। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফলে ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্রমেই ভগ্ন হইয়া আসিল; ক্রমশঃ দেহ রক্তশূন্য, মুখজ্যোতি ম্লান হইতে লাগিল। ডাক্তার বিশ্রাম লইতে এবং বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিলেন। বরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার উপদেশ পালন করিতে পারিলেন না। জমিদারীর ভার কাহার হাতে দিয়া যাইবেন? কর্ম্মচারীদের তিনি তেমন বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। ভার লইবার একজন উপযুক্ত লোক ছিল; সে নরেন। কিন্তু নরেন তখন নিদারুণ অভিমান লইয়া গৃহের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। অগত্যা ব্যাধির আক্রমণকে তুচ্ছ করিয়া বরেন্দ্রনাথ ধীরভাবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। মহামায়া অনেক মিনতি করিয়াও কার্য্যনিরত স্বামীকে কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে উপেক্ষিত ব্যাধি ক্রমেই ভীষণভাব ধারণপূর্ব্বক শ্রম-শক্তিকে যখন নিতান্ত ক্ষীণ করিয়া আনিল, তখন বরেন্দ্রনাথ পত্নীর অনুরোধ আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। জমিদারীর ভার কর্ম্ম-চারীদের হাতে দিয়া তিনি পুরীযাত্রা করিলেন।

কিন্তু এই পুরীযাত্রাই কাল হইল। পথের পরিশ্রমে ও স্নানাহারের অনিয়মে রোগ এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, সেখানে দুই তিন দিন থাকিয়াই ফিরিতে বাধ্য হইলেন। বাড়ীতে যখন ফিরিলেন, তখন উত্থানশক্তি রহিত হইয়া আসিয়াছে। চিকিৎসক প্রমাদ গণিলেন, এবং কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনাইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কলিকাতা

হইতে ডাক্তার লইয়া আসা অপেক্ষা সেখানে থাকিয়া চিকিৎসা করানই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইল। গোপীনাথ আগে গিয়া বাড়ী ঠিক করিয়া আসিল, তারপর মহামায়া রুগ্ন স্বামীকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

গোপীনাথ কিন্তু কলিকাতার কিছুই জানিত না, সুতরাং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল। মহামায়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে নরেনের কথা তাহার স্মরণ হইল। কিন্তু পুরীতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সেই যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার পর আর তাহার দেখা নাই। মহামায়া তাহাকে বাসার ঠিকানা দিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে যায় নাই। এখন সে কলিকাতায় আছে বা অন্য কোথাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহার নিশ্চয়তা নাই। মহামায়া গোপীনাথকে তাহার সন্ধান লইতে বলিল। গোপীনাথ মেসের ঠিকানা জানিত; খুঁজিয়া খুঁজিয়া মেসে গিয়া সে নরেনের সন্ধান পাইল।

নরেন আসিলে মহামায়া অনেকটা সাহস পাইল। চিকিৎসা ও শুশ্রূষা রীতিমত চলিল। সংবাদ পাইয়া ললিতা ও ভূপেন আসিল, এবং ললিতা স্বেচ্ছায় রোগীর সেবার ভার গ্রহণ করিল। এই কার্য্যে তাহার নৈপুণ্য দেখিয়া মহামায়া চমৎকৃত হইলেন, এবং তাহার ধর্ম্মান্তর বিস্মৃত হইয়া তাহাকে আপন সহোদরার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ললিতা ও নরেন পালা করিয়া রোগীর সেবা করিতে লাগিল।

কিন্তু কাল যাহাকে ধরিয়াছে, মানুষের প্রাণান্ত চেষ্টাও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং বরেন্দ্রনাথকেও কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিল না; মানবীয় চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া কাল আপনার

বিজয়- ভেরী বাজাইয়া দিল। অদৃষ্টের নিকট পুরুষকার পরাভূত হইল।

জ্যেষ্ঠের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া নরেন ভ্রাতৃবধূ ও তিন বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীকে লইয়া লোকজনের সহিত দেশে ফিরিল।